প্রকাশনার ৮০ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৬ ❖ ১৬ - ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

'ঈশ্বরের সেবক' খ্রিস্তটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর
জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে

বিশেষ সংখ্যা

নাগরীর পানজোরায় পাদুয়ার সাধু আন্তনীর তীর্থ: খ্রিস্টবিশ্বাসীদের ভক্তিময় এক মিলনোৎসব

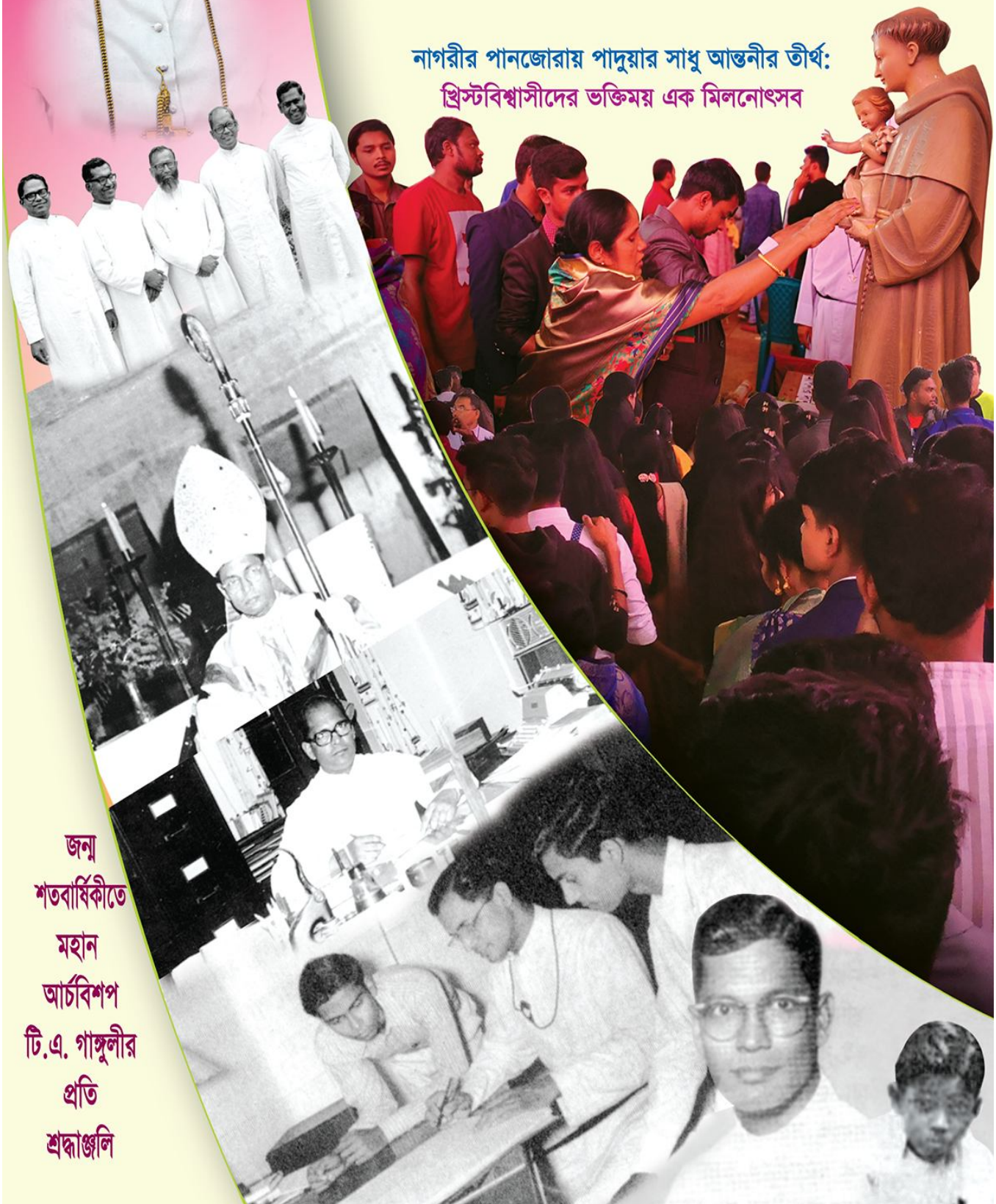

জন্ম শতবার্ষিকীতে মহান আর্চবিশপ টি.এ. গাঙ্গুলীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

বাবার অনন্ত যাত্রার প্রথম বার্ষিকী

শিমোন কোড়াইয়া
জন্ম : ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রিয় বাবা,
প্রতি ক্ষণে-ক্ষণে মনে হয় তুমি আছো আমাদেরই মাঝে, আমরা দেখি তোমায় সকল কাজে। আমাদের মায়ার বাঁধন ছেড়ে জানি না কেন তুমি এত আগে ঈশ্বরের কাছে চলে গেলে। আমাদের কথা কি একটুও মনে হয় না? বাবা, আমাদের ছেড়ে কেমন আছো এই ছোট্ট মাটির ঘরে। বছর ঘুরে ফিরে এলো দুঃখ ভারাক্রান্ত সেই দিনটি। এদিনে আমরা তোমাকে হারিয়েছি চিরকালের মতো। যেমন আড়াই বছর আগে হারিয়েছি প্রিয় দাদুকে। হারিয়েছি পরিবারের অনেককে। তোমাদের হারিয়ে আজ আমরা নিঃস্ব-রিক্ত। বড়ই অসহায় আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাপন। কর্ম জীবনে তুমি ছিলে বাবা কঠোর পরিশ্রমী, নিষ্ঠাবান এবং নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। তুমি ছিলে সদালাপী, সৎ, উদার এবং ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন একজন মানুষ।
বাবা, আমায় আশীর্বাদ করো আমিও যেন তোমার মতো হতে পারি। ঈশ্বর তোমার আত্মাকে চিরশান্তি দান করুন।

তোমারই স্নেহের আদরের ধন
একমাত্র ছেলে : সিমান্ত কোড়াইয়া
এবং কোড়াইয়া পরিবার
আড়াগাঁও, নাগরী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর

বিজ্ঞ/৪০/২০

মেসার্স মাইকেল এন্ড সন্স জুয়েলার্স

M/S. MICHAEL & SONS JEWELERS

এখানে স্বর্ণের অলংকার **বন্ধক রাখা হয়**
এবং **21k, 22k**
(হলমার্ক সহ) প্রস্তুত, বিক্রয় ও অর্ডার সরবরাহ করা হয়।

৪০/৪১, বাঁশীচরণ সেন পোদ্দার স্ট্রীট,
(তাঁতী বাজার)
খলিল ম্যানসন, ঢাকা-১১০০

Cell : + 880 192746 9270,
01856-386222 (পারসোনাল বিকাশ)

বাজুস
মেম্বারসিপ
নং-০২২৭

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

▮▮▮ বর্ষ : ৮০, সংখ্যা : ০৬
▮▮▮▮▮ ১৬ - ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ৪ - ১০ ফাল্গুন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
সাগর এস কোড়াইয়া

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.wklypratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

‘সাধু’ স্বীকৃতির প্রত্যাশায় উদ্‌যাপিত হোক মহান পুরুষ আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জন্মশতবার্ষিকী

ফেব্রুয়ারি ১৮, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ বাংলাদেশ মণ্ডলীর গৌরব, দিবালোকের উজ্জ্বল তারা আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জন্মশতবার্ষিকী। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি ঢাকা আর্চডাইয়োসিসের হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর অন্তর্গত হাসনাবাদ গ্রামের ধার্মিক দম্পতি নিকোলাস কমল ও রোমানা কমলা গমেজের কোল জুড়ে আসে এক ফুটফুটে শিশু। দিনটি ছিল ভস্ম বুধবার। ধর্মীয় বিধানে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। তাই শিশুটির আত্মীয়-স্বজন ও পাড়াপড়শীরা বলাবলি করেছিল ‘শিশুটা বড় হয়ে নিশ্চয়ই বিশেষ কিছু হবে’। তাদের সেই ধারণারই জয় হলো। ঠাকুমার আদরের ত্যাতন/টেটন সময়ের পরিক্রমায় শিক্ষা-দীক্ষায় নিজেকে গঠিত করে হয়ে ওঠেন প্রথম বাঙালি বিশপ ও আর্চবিশপ। প্রথম বাঙালি ধর্মযাজক হিসেবে তিনিই প্রথম পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন এবং বিখ্যাত নটরডেম কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করেন। এতো বড়-বড় দায়িত্ব পালন করলেও সর্বদাই থেকেছেন নম্র ও ঈশ্বর নির্ভরশীল। তাঁর জীবনের মৃদুতা, পবিত্রতা, কোমলতা, ভক্তদের প্রতি দরদবোধ ও কষ্ট সহিষ্ণুতা দেখে অনেকেই তাঁকে মহান সাধু বলতো।

দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার পর স্থানীয় মণ্ডলী বিনির্মাণের কঠিন সময়ে এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুর্নগঠনে তিনি তাঁর দূরদর্শিতার ছাপ রেখেছেন। বাংলাদেশের খ্রিস্টমণ্ডলীকে দেশের সেবায় নিয়োজিত যেমনি করেন তেমনি ধর্মীয় জীবনাহ্বানে স্থানীয় যুবক/যুবতীদের উৎসাহিত করেন এবং যথাযথ কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। যার সুফল আজ বাংলাদেশ মণ্ডলী পেয়ে যাচ্ছে। তাই ইতিহাসের পাতায় যেসব বিরল ব্যক্তিত্ব তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টায় বাংলাদেশের খ্রিস্টবিশ্বাসী ও জনগণের মাঝে অমর হয়ে আছেন আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী সিএসসি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। মাত্র ৫৭ বছর বয়সে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ২ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন ক্ষণজন্মা এই মহাপুরুষ। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কর্ম ও জীবন আরো বেশি কীর্তিত হতে থাকে। খ্রিস্টভক্তগণ অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় স্মরণ করতে থাকে আদের প্রিয় আর্চবিশপকে। আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলীর চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে খ্রিস্টভক্তগণ তাঁকে সাধুশ্রেণীভুক্তকরণের অনুরোধ করেন।

সাধুপুরুষ আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর গুণাবলী ও স্মৃতিকে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে দিয়ে সাধুশ্রেণীভুক্তকরণের কাজে সহায়তা করতে আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট অনেক দিন থেকেই বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে ‘ঈশ্বরের সেবককে ধন্যশ্রেণীভুক্তকরণ বিষয়ক পালকীয় কমিটি’ এ কাজকে ত্বরান্বিত করার প্রয়াস চালাচ্ছে। উল্লেখ্য আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর মৃত্যুর ২৯ বছর পর ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের ২ সেপ্টেম্বর বিশ্বজনীন মণ্ডলী তাঁকে ‘ঈশ্বরের সেবক’ উপাধিতে ভূষিত করেন। ‘ঈশ্বরের সেবক’ উপাধি হলো সাধুশ্রেণীভুক্তকরণের প্রথম পর্যায়। পর্যায়ক্রমে তিনি পূজণীয় ও ধন্যশ্রেণীভুক্তকরণের নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া সমাপ্ত করে ‘সাধু’ শ্রেণীভুক্ত হবেন তা আমাদের সকলেরই প্রত্যাশা। তবে সাধুশ্রেণীভুক্তিকরণের জন্য অনবরত প্রার্থনা করতে হবে। আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর গুণাবলীগুলো নিজেদের জীবনে চর্চা করতে হবে আর তাঁর মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের কোন দয়া-অনুগ্রহ লাভ করলে তা স্থানীয় পুরোহিতদের মাধ্যমে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে। যাতে করে তাঁর মধ্য দিয়ে যেন আরো অনেক মানুষ ঈশ্বরের আশীর্বাদ-অনুগ্রহ ও দয়া লাভে ধন্য হতে পারেন। আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করতে মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের উদ্যোগের সাথে খ্রিস্টভক্তদের অংশগ্রহণ ও উদ্যোগ আরো বৃদ্ধি পাক। যাতে করে সাধুশ্রেনীভুক্তকরণের কাজ ত্বরান্বিত হয়। আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর এই বিশেষ দিবস সংখ্যাটি প্রকাশ করতে সহায়তা দান করে আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে তাদের যেমনি তাদের একাত্মতা ঘোষণা করছে তেমনি আমরা সকলেই যথাযথ মর্যাদায় বাংলাদেশ মণ্ডলীর গৌরব আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করি। ✝

“মনে করো না যে, আমি বিধান-পুস্তক বা নবী-পুস্তক বাতিল করতে এসেছি; আমি বাতিল করতে আসিনি, পূর্ণই করতে এসেছি। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যতদিন আকাশ ও পৃথিবী বিলুপ্ত না হয়, ততদিন বিধানের এক মাত্রা বা এক বিন্দুও লোপ পাবে না-যতদিন না সবই সম্পন্ন হয়।”- মথি ৫:১৭-১৮

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.wklypratibeshi.org

VACANCY ANNOUNCEMENT

SIL International Bngladesh

SIL, an international, faith-based NGO helps ethnic language communities to achieve their development goals with global innovations invites applications from the interested and eligible candidates for the following position:

Position: Project Leader- SOMPRITI –SIL International Bangladesh (1 position, Dhaka Based)
Job Nature: Fulltime.

Summary
The Project Leader is responsible to lead, guide and management support of project's staffs to ensure the implementation of project activities maintain the organizational standards. He/she will be responsible for the overall direction, coordination, implementation, execution, control and completion of project ensuring consistency with SIL BD's strategy, commitments and goals. Establish effective working relationship, adequate communication and networking with relevant stakeholders, GOs, NGOs, INGOs, local NGOs, UN agencies, and other civil society groups to achieve project goal through collaborative efforts.

Essential Job Functions

- Forecasts Plan, manages issues, risks, and changes using appropriate and agreed upon processes and tools established within the Project Management Office.
- Develop strategic relationship with internal/external stakeholders; GO/NGOs, UN Agencies, and Civil Society Organizations
- Facilitates surveys, meetings, Project Reviews and provides information for audits, status reports, and Executive review meetings.
- Yearly budget, details implementation plan, and operational strategy are in place and approved in line with SIL operations strategy.
- 100% community representation ensured in need assessment, planning, implementation, and monitoring and evaluation process.
- Responsible project phase out, transition or extension made according to the schedule.
- Appropriate security measures are ensured for personal safety and security of staff and resources according to the organizational policy.
- Provided support for the project staffs and facilitators understanding to the organizations guiding principles, mission statements and project directions, goals etc.
- Monthly, quarterly, semi-annual, annual and other program and financial reports prepared and in placed and documented in time aligning with project design and donor requirement

Additional Job Functions
Maintains a positive and productive work environment for the team; identifying and resolving interpersonal issues
Provides input to performance appraisal on the project activities for participating team players
Provides direction and guidance to other project team players across multiple teams as appropriate

Minimum Requirements and Qualifications
a. Education: Master's in Development studies, Social welfare, Social Science or a related discipline
b. Training requirements: Project Management certification preferred, survey tools
c. Technical Skills: Knowledge of Word, Excel, MS Project
d. Job experience: At least 4 years of experience in a Project Management role with a strong background in team development.
Knowledge and Skills:
* Good understanding and knowledge on the Ethno linguistic groups, their culture, needs and rights
* Knowledge of program planning and budgeting
* Decision making and problem solving skills
* Good time management skills
* Ability to work in a team
* Ability to supervise others, including mentoring and coaching
* Strong facilitation skills; communicates effectively with the business to identify needs and evaluate alternative solutions as required.
* Knowledge on current development and emergence issues
* Good understanding in Monitoring and Evaluation process and tools.
* Proven management and leadership ability
* Good communication and networking skill
* Good proficiency in English & Bengali, both written and verbal
* Competent in using MS Word, MS Excel, SPSS and PowerPoint presentation
* Good report writing and documentation ability

Salary: Negotiable

Apply Instruction:
If you are interested and meet the criteria, please send your application to HR Manager with your Curriculum Vitae including a Passport size photograph at **SIL International-Bangladesh, House 974 (6th floor), Road 15, Avenue 2, Mirpur DOHS, Dhaka** 1216 or email to bangladesh_hr@sil.org on or **before February 27, 2020**. Please write the name of the position in the subject head in your email or top on the envelope. Only short listed candidates will be called for interview. Any personal persuasion/contact will be treated disqualified.

For further details of the organization, please visit our official website: http://www.silbangladesh.org/

বিপ/৪৬/২০

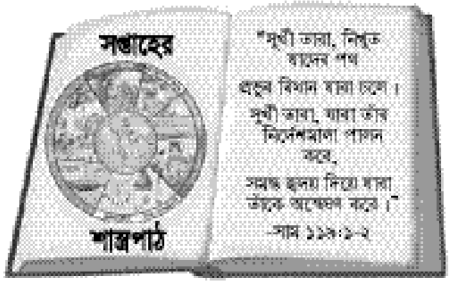

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৬ - ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

১৬ ফেব্রুয়ারি, রবিবার
বেন সিরাখ ১৫: ১৬-২১, সাম ১১৯: ১-৫, ১৭-১৮, ৩৩-৩৪,১ করি ২: ৬-১০, মথি ৫: ১৭-৩৭ (অথবা ২০-২২, ২৭-২৮, ৩৩-৩৪, ৩৭)

১৭ ফেব্রুয়ারি, সোমবার
সার্ভাইট সংঘের সাতজন প্রতিষ্ঠাতা, স্মরণ দিবস
যাকোব ১: ১-১১, সাম ১১৯: ৬৭, ৬৮, ৭১-৭২, ৭৫-৭৬, মার্ক ৮: ১১-১৩

১৮ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
যাকোব ১: ১২-১৮, সাম ৯৪: ১২-১৫, ১৮-১৯, মার্ক ৮: ১৪-২১

১৯ ফেব্রুয়ারি, বুধবার
যাকোব ১: ১৯-২৭, সাম ১৫: ২-৫, মার্ক ৮: ২২-২৬

২০ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার
যাকোব ২: ১-৯, সাম ৩৪: ১-৬, মার্ক ৮: ২৭-৩৩

২১ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার
সাধু পিতর দামিয়েন, বিশপ ও আচার্য, স্মরণ দিবস
যাকোব ২: ১৪-২৪, ২৬, সাম ১১২: ১-৬, মার্ক ৮: ৩৪-৯: ১
শহীদ দিবস ও আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস (খ্রিষ্টযাগ অথবা প্রার্থনা সভার জন্য পাঠ)
২ মাকাবীয় ৭: ১-২, ৯-১৪, ২২-২৩, সাম ৯২: ৯-১৬, রোমীয় ৮: ৩৫-৩৯, লুক ২১: ১২-১৯

২২ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
সাধু পিতরের ধর্মাসন, পর্ব
ধন্যবাদিকা স্তুতি - ১ পিতর ৫: ১-৪, সাম ২৩: ১-৬,মার্ক ১৬: ১৩-১৯

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৬ ফেব্রুয়ারি, রবিবার
ধন্যবাদিকা স্তুতি
+ ১৯০০ ফাদার মসে পজ্জি পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯২৩ সিস্টার এম পল অফ দ্য ইনকারনেশন টবিন সিএসসি
+ ১৯৫৩ ফাদার জন বি. ডেলোনি সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৩ ফাদার লুইজি ক্যার‍্যেয়া পিমে (দিনাজপুর)

১৭ ফেব্রুয়ারি, সোমবার
+ ১৯৭৯ ফাদার জন কস্তা (ঢাকা)
+ ১৯৯৩ সিস্টার পল জুলিয়েট এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ২০০৭ মাদার কানিসিয়ুস রাভানেল্লে সিএসসি
+ ২০১১ বিশপ ফ্রান্সিস গমেজ (ময়মনসিংহ)

১৮ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
যাকোব ১: ১২-১৮, সাম ৯৪: ১২-১৫, ১৮-১৯, মার্ক ৮: ১৪-২১
+ ১৯৩৬ সিস্টার এম বার্কম্যান আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৪ সিস্টার মারী ভিয়েন্নি স্টোনস্ট্রিট সিএসসি
+ ১৯৯৪ ব্রাদার জেরাল্ড ক্রেগার সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৮ ফাদার জেরাল্ড পোয়ারিয়ে সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১৯ ফেব্রুয়ারি, বুধবার
+ ১৯৫৩ বিশপ জি.বি. আনসেলমো পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৭৪ ব্রাদার লিও স্টক্কো এসএক্স (খুলনা)
+ ১৯৭৮ সিস্টার এম. ভিন্সেন্সিয়া এমসি

২০ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৯৭ সিস্টার পাস্কাল এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)

২১ ফেব্রুয়ারি, শুক্র
+ সিস্টার থিওডোরা চেম্পালিল এসসি (ঢাকা)

২২ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
+ ২০০৬ সিস্টার কামিল্লা আন্দ্রেওলা এসসি (রাজশাহী)

বইয়ের প্রতি অনুরাগ

কনকনে শীত পড়েছে। নিজের হাতে-পায়ে, কানে-মুখে কোথাও যেন একটুও শীতের স্পর্শ না লাগে সেদিক থেকে যথেষ্ট সচেতনতায় নিজেকে সুসজ্জিত করেই ধীর গতিতে হাঁটছি। উদ্দেশ্য বাজারে গিয়ে একটা উপহার কেনা। কিছুদিন পরেই আমার এক শুভাকাঙ্ক্ষীর একটি বিশেষ দিন। যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে; কি কেনা যায়, কোথায় পাবো, কিভাবে দিবো ইত্যাদি। মনে হচ্ছে বর্তমান বাস্তবতায় কারো পছন্দের কিছু একটা কেনাটাই সবচেয়ে বেশি কষ্টসাধ্য। ভাবনা একটাই তার কি পছন্দ হবে? এসব ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলছি। কিছুদূর যেতেই এমন এক দৃশ্য চোখে পড়ল যা আজকাল সচরাচর দেখা যায় না। এক মধ্যবয়স্ক রিক্সাওয়ালা তার রিক্সার সিটে বসে গভীর মনোযোগ সহকারে একটি বই পড়ছে। কাছে গিয়ে হাসি মুখে বললাম, "খুব ভাল লাগছে আপনাকে দেখে, তা কি পড়ছেন?" লোকটি আমার দিকে মুখ তুলে মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, "একটি মজার বই পড়ছি ভাই।" দেখলাম লোকটি লেখক শিব খেরার রচয়িত 'তুমিও জিতবে' বইটি পড়ছেন। লোকটির সাথে কথা বলে বেশ মজায় পেলাম। কি করে সেই মজাটা আরো একটু নেওয়া যায় সেই লোভ সামলাতে না পেরে আরো কিছুক্ষণ কথা বলার উদ্দেশ্য নিয়েই জিজ্ঞেস করলাম, "পড়তে খুব ভালবাসেন বুঝি? আপনি কোন্ ক্লাশ পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন?" উত্তরে লোকটি বললেন, "হ্যাঁ আমার বই পড়তে খুব ভাল লাগে। আমি ক্লাশ এইট পর্যন্ত পড়েছি। আর বই-ই আমার নিত্য সঙ্গী, এই বই-ই আমাকে অনেক সময় দেয়, সুখ ও আনন্দ দেয়, বিভিন্ন দুঃখে সান্ত্বনা দেয়, সমস্যার সমাধানে সাহায্য দেয়। শুধু তাই নয়; অনেক অজানা জ্ঞানও এই বইয়ের মধ্য থেকে পাই। আজকাল এই বইকে শ্রেষ্ঠ আত্মীয় মনে করি যার সঙ্গে কোনদিন ঝগড়া হয় না, কোনদিন মলোমালিন্যও হয় না। আর দেখেন না আজকাল সবাই ব্যস্ত বিভিন্ন কাজ নিয়ে, মোবাইল নিয়ে; কেউ কারো কথা শুনতেও চায় না কারো সাথে কথা বলতেও চায়না। তাই যখনই একটু ফ্রি সময় পাই সময় নষ্ট না করে বই পড়ি"। আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "বই মেলা তো শুরু হবে আগামী মাসে আপনি জানেন?" উত্তরে বললেন, "হ্যাঁ জানি, প্রতি বছরই যাই এবছরও যাবো, কিছু টাকা জমিয়েছি প্রতি বছরের মতো এবারো কিছু বই কিনবো।" আমি বললাম, "আচ্ছা আপনি বই পড়ার পর সেই বই কি করেন?" লোকটি বললেন, "আমি পড়ার পর যেন অন্যেরাও সেই বই পড়ে জ্ঞানার্জন করতে পারে সেইজন্য এক মাদ্রাসায় দান করি। যেখানে এতিম শিশুরা থাকে।" এমন সময় হঠাৎ-ই একটি শব্দ আমার কানে এসে আঘাত করল, "এই রিক্সা যাবি।" রিক্সাওয়ালার হাসিমাখা মুখটা মুহূর্তের মধ্যে কেমন যেন মলিন হয়ে গেল এবং বললেন, "দেখলেন তো ভাই একজন শিক্ষিত লোকের বই পড়ার এই জ্ঞান, একজন মানুষ কি রিক্সা হতে পারে?" এটা বলেই রিক্সাওয়ালা হ্যাঁ ভাই যামু বলতে বলতে হাতের বইটি রিক্সার সিটের নিচে রেখে ডাক দেওয়া লোকটিকে নিয়ে রিক্সার বেল বাঁজিয়ে মুহূর্তের মধ্যে চলে গেল। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম রিক্সাটি আমার চোখের আঁড়াল না হওয়া পর্যন্ত। রিক্সাওয়ালা ভাইয়ের কথাগুলো শুনে নিজেকে বিশ্লেষণ করার মতো যথেষ্ট উপাদান পেলাম। ভাবতে লাগলাম সত্যিই তো এই বইয়ে কত জ্ঞানই না রয়েছে। তাইতো কবি জসিমউদ্দিন বলেছেন, "বই জ্ঞানের প্রতীক, বই আনন্দের প্রতীক, সৃষ্টির আদিমকাল হইতে মানুষ আসিয়াছে আর চলিয়া গিয়াছে, খ্যাতি, মান, অর্থ, শক্তি কিছুই কেহ রাখিয়া যাইতে পারে নাই। কিন্তু বই-এর পাতা ভরিয়া তাহারা তাহাদের তপস্যা, তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাহাদের নৈরাশ্য কি হইতে চাহিয়া কি তাহারা হইতে পারে নাই, সবকিছু তাহারা লিখিয়া গিয়াছে।" ভাল বই পড়া ও সেই জ্ঞান বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার ঘুমন্ত উৎসাহ আমার মনের মধ্যে আবার যেন জাগ্রত হল। রিক্সাওয়ালা ভাই আমাকে সচেতন করে দিল আমি আমার কথায় কাজে কি সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে নিজেকে অন্যের সামনে উপস্থাপন করতে পারছি। অপরের কোন কিছুতে যেন উপকার হয় সে বিষয়টি মনে রেখে কোন কাজ করি কি না। মনে মনে রিক্সাওয়ালা ভাইকে ধন্যবাদ দিয়ে ওনার প্রতি হৃদয়ে গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি নিয়ে আবার চলতে লাগলাম। তখনই মনের ভিতর কে যেন বলে দিল শুভাকাঙ্ক্ষীকে উপহার হিসেবে তুমি তো একটি বই উপহার দিতে পার। যেই চিন্তা সেই কাজ। সিদ্ধান্ত নিলাম বাজার থেকে কিছু না কিনে সামনে মাসে একুশে বইমেলা ২০২০ থেকেই বরং বই কিনে প্রিয় মানুষটিকে উপহার দিবো। শুনেছি সে নাকি বই পড়তে অনেক পছন্দ ক'রে॥

- বিশ্বজিৎ বার্নার্ড বর্মন

বর্ষব্যাপী 'ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী'র জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন

দেশে-বিদেশে অবস্থানরত সকল খ্রিস্টবিশ্বাসী ভাই-বোনকে আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর গৌরব, এ দেশের প্রথম বিশপ ও প্রথম আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী, যাঁকে ঈশ্বরের সেবক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, তাঁর জন্মশতবার্ষিকী মহা আনন্দ ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সাথে উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। বর্ষব্যাপী জন্ম শতবার্ষিকীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে তাঁরই শুভ জন্মদিন ও জন্মশতবার্ষিকীর মাহেন্দ্রক্ষণ ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০২০ খ্রিস্টবর্ষে।

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সকল খ্রিস্টভক্ত, বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর সকল খ্রিস্টবিশ্বাসী ভক্তজন এবং দেশের বাইরে অবস্থানরত খ্রিস্টবিশ্বাসী ভাই-বোনদেরকে এই আধ্যাত্মিক উৎসব উদ্‌যাপনে শরীক হওয়ার জন্যে বিনীত আহ্বান জানাচ্ছিঃ

১৮ ফ্রেব্রুয়ারী ২০২০ খ্রিস্টবর্ষের অনুষ্ঠানসূচী

আঠারগ্রাম অঞ্চল- হাসনাবাদ ধর্মপল্লী : জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের শুভ উদ্বোধন ও বিশেষ খ্রিস্টযাগ : সময় বিকেল ৪ টা।

ঢাকা শহর অঞ্চল- তেজগাঁও ধর্মপল্লী : জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের শুভ উদ্বোধন ও বিশেষ খ্রিস্টযাগ : সময় সন্ধ্যা ৬ টা।

ভাওয়াল অঞ্চল- নাগরী ধর্মপল্লী : জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের শুভ উদ্বোধন ও বিশেষ খ্রিস্টযাগ : সময় বিকেল ৪ টা।

তিন দিনের বিশেষ প্রস্তুতিমূলক প্রার্থনাঃ ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জন্ম শতবার্ষিকীর শুভ উদ্বোধনের প্রস্তুতি হিসেবে ১৫, ১৬ এবং ১৭ ফেব্রুয়ারী পবিত্র খ্রিস্টযাগের আগে বা পরে অথবা পারিবারিক প্রার্থনার সময়ে অথবা আপনাদের সুবিধাজনক সময়ে বিশেষ প্রস্তুতিমূলক প্রার্থনা করার জন্য আমরা আবেদন জানাচ্ছি।

- এতে পবিত্র বাইবেল থেকে পর্যায়ক্রমে এই পাঠগুলো নেয়া যেতে পারে ঃ ১ম দিন: মথি ৫:১-১১; ২য় দিন: ১ম পিতর ১:১৫-১৫; ৩য় দিন: মথি ১৬:২৪-২৭।
- এরপর আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর জীবনের বিশেষ বিশেষ গুণ স্মরণ করে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া যেতে পারে।
- ইতোমধ্যে প্রচলিত ও ব্যবহৃত 'ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীকে ধন্যশ্রেণীভূক্তকরণের জন্য প্রার্থনা' শীর্ষক কার্ডটি ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
- পরিশেষে, প্রভুর প্রার্থনা, দূতের বন্দনা ও ত্রিত্বের জয় প্রার্থনা বলা যেতে পারে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীকে ধন্যশ্রেণীভূক্তকরণের জন্য আমরা ঈশ্বরের কাছে বিশেষ প্রার্থনা জানাই। কিন্তু এখনও প্রকাশ্যে ও আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা তাঁর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করি না। প্রস্তুতিমূলক বিশেষ প্রার্থনার সময় এ বিষয়টি বিবেচনায় রাখার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে। তবে ব্যক্তিগতভাবে কেউ বিশেষ অনুগ্রহ লাভ ক'রে থাকলে তা লিখিতভাবে পালক পুরোহিতদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জীবদ্দশায় তাঁর ব্যবহৃত কোন পোষাক, দ্রব্যাদি, স্মৃতি চিহ্ন, তাঁর দ্বারা আশীর্বাদিত ধর্মীয় ছবি, মূর্তি, ক্রুশ এবং আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর ফটো আপনারা তাঁরই নামে প্রতিষ্ঠিত সংগ্রহশালায় দান করতে চাইলে আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে তা গ্রহণ করবো। আপনাদের এই দান তাঁকে ধন্যশ্রেণীভূক্তকরণের ও পরবর্তীতে সাধুশ্রেণীভূক্তকরণ প্রচেষ্টায় বিশেষ সহায়ক হতে পারে।

ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জন্ম শতবার্ষিকী পালনের এই আধ্যাত্মিক অনুশীলন আপনাদেরকে আরো গভীরভাবে ঈশ্বর বিশ্বাসী ও খ্রিস্টপ্রেমিক ক'রে তুলুক।

খ্রিস্টেতে,

ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ

আহ্বায়ক, ঈশ্বরের সেবক টি.এ.গাঙ্গুলীকে ধন্যশ্রেণীভূক্তকরণ প্রক্রিয়ায় গঠিত পালকীয় কমিটি

প্রযত্নেঃ আর্চবিশপ ভবন, ১ কাকরাইল সড়ক, ঢাকা-১০০০।

ই-মেইল ঠিকানা ঃ psimongomes@yahoo.com

ঈশ্বর-সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকার আর্চবিশপের বাণী

ফেব্রুয়ারী ১৮, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, ঈশ্বর-সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করছি। এই উপলক্ষে সারা বছরের জন্য যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তা "ঈশ্বরের সেবককে ধন্যশ্রেণীভুক্তর বিষয়ক পালকীয় কমিটি" সারা বছর ধরে যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তা সবার কাছে ইতিমধ্যে জানানো হয়েছে বা শীঘ্রই তা জানানো হবে। তাই আমার একান্ত অনুরোধ ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জন্মশতবার্ষিকী পালন করে নিজেদের জন্য এবং অন্যের জন্য পবিত্রতা অর্জনে আপনারা সবাই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন। ঈশ্বর ভক্ত ও সেবকের সাধুতার জীবন ধ্যান, প্রার্থনা ও চর্চা করে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ এবং গোটা বাংলাদেশ মণ্ডলী "পবিত্রতা"র লক্ষ্য অর্জনে অনেক উপকৃত হবে। আজ ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জন্মশতবার্ষিকী স্মরণ করে আমাদের ব্যক্তিজীবনে যে চিন্তা, ধ্যান, প্রার্থনা ও অনুগ্রহ লাভ করেছি তা আপনাদের সাথে স্মরণ করছি।

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের দায়িত্ব গ্রহণ করার মুহূর্ত থেকে আমার অন্তর-মনে, চিন্তা-চেতনায়, ধ্যান-ধারণায় ও আচার-আচরণে যে ধর্মপালকে আমি আদর্শ হিসেবে রেখেছি, তিনি হচ্ছেন: ঈশ্বর-সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী সিএসসি। তাঁরই দিকে চেয়ে নিজেকে সর্বদা মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করে থাকি। তাঁর মতো যে হতে পেরেছি সেই গর্ব আমি কোনদিনও করতে পারব না। কিন্তু তাঁকে নিয়ে গর্ব করার ত্রুটি আমার কোনদিনই হয়নি বলে আমি গর্বিত।

আর্চবিশপ গাঙ্গুলী কতকিছুতে তিনি ছিলেন "প্রথম"। আমি যে, তাঁর মতো প্রথম হতে চেয়েছি তা কখনোই নয়। কিন্তু যা কিছুতে তিনি প্রথম হবার আদর্শ রেখে গেছেন, ভেবেছি সেটাই হবে অনুসারীর প্রথম আদর্শ। জ্ঞানে-ধ্যানে-আচরণে ও সেবাকর্ম-পালনে তিনি হয়ে আছেন আমার জন্য বাংলাদেশ মণ্ডলীতে একজন অবিস্মরণীয় পথিকৃত ও অগ্রগামী ধর্মপাল।

আমার পূর্বসূরী অবসরপ্রাপ্ত পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ পলিনুস কস্তা, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে ঈশ্বরের সেবক ঘোষণা করে আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস গাঙ্গুলীকে ধন্য ও সাধুশ্রেণীভুক্ত করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছিলেন। নানা কারণে তেমন অগ্রগতি ছাড়া বেশ কয়েকটি বছর পার হয়ে গেল। তবে বিগত তিনবছর পূর্বে ধর্মপ্রদেশীয় ট্রাইবুনাল ও দুটো কমিশনের সক্রিয় সহযোগিতায় অতি অল্পসময়ের মধ্যে ধর্মপ্রদেশ পর্যায়ের অনুসন্ধান শেষ করে ২০ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে ভাতিকানে প্রেরণ করা হয়। ধর্মপ্রদেশ পর্যায়ের কাজটি সম্পন্ন করার আনন্দ অন্যেরা যেমন আমি নিজেও তেমনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছি। ধর্মপ্রদেশ থেকে পাঠানো সকল দলিলপত্রাদি ভাতিকানের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয় বলে আমাদেরকে জানানো হয়। অতি আগ্রহ ও প্রার্থনায় আমরা অপেক্ষায় আছি সেই শুভ ক্ষণের জন্য যখন ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী, "ভেনারাবেল" বা "ভক্তিভাজন" রূপে অভিহিত হয়ে পরবর্তী ধাপে তাঁকে "ধন্য" শ্রেণীভুক্ত করা হবে।

জীবদ্দশায় যিনি "পবিত্রজন" ও "সাধু" বলে পরিচিত ছিলেন তাঁর জীবনে প্রকাশিত হয়েছে পবিত্রতা ও সাধুতার অসংখ্য গুণাবলী ও নিদর্শন। গালাতীয়দের নিকট পত্রে সাধু পল, যিশুর অনুসরণে পবিত্র আত্মার যে ফসলগুলো উল্লেখ করেছেন তা সবগুলোই তাঁর জীবনে উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে: "ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহনশীলতা, দয়াশীলতা, মঙ্গলময়তা, বিশ্বস্ততা, কোমলতা ও আত্মসংযম।"

মেধা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর কোন অভাব ছিলনা; অথচ তিনি ছিলেন বিনম্র একজন ব্যক্তি। নানাজনে নানাভাবে এই কথা ব্যক্ত করে বলেন: নম্র তাঁর আচরণ, অহংকারের কোন রেশ তাঁর মধ্যে নেই, তিনি নম্র ও শালীন, বিনয়ী, ভদ্র ও কোমলপ্রাণের মানুষ।

তিনি ছিলেন মহান একজন ভক্তিপ্রাণ ও নির্মল চরিত্রের মানুষ; তাঁর ছিল ভালবাসা ও ক্ষমা, সহনশীলতা ও আত্মত্যাগ; অন্তরে তিনি ছিলেন দীন ও পরিশুদ্ধ; তাঁর ছিল দয়ালু ও দরদী স্বভাব ও শিশুসুলভ সরলতা; দীন-দরিদ্র মানুষের প্রতি তাঁর প্রদীপ্ত ভালবাসা। কোনদিন কেউ দেখেনি তাঁকে অন্যের সাথে রাগ করতে, কাউকে আঘাত দিতে, কঠোর বাক্য উচ্চারণ করতে বা নিষ্ঠুরভাবে কারো সঙ্গে আচরণ করতে। কষ্টভোগী সেবক হয়ে তিনি জীবনের সকল প্রতিকূল অবস্থাকে গ্রহণ করেছেন।

আর্চবিশপ গাঙ্গুলী তাঁর মহান পদ-দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি সর্বদাই নিজেকে অযোগ্য ভাবতেন; কিন্তু তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে,

ঈশ্বর, যিনি তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছেন তিনিই তাঁকে পরিচালনা দেবেন। তাই বিশপীয় মূলমন্ত্র হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন: "পরমেশ্বর আমার সহায়"।

তাঁর জীবনের আধ্যাত্মিকতা স্থানীয় মণ্ডলীর ওপর এক বিরাট ছাপ রেখে গেছে। বাংলাদেশের মণ্ডলীতে তিনি সূচনা করেছেন এক নব যুগ। আর এ জন্যেই বাংলাদেশের মণ্ডলী অধিক আগ্রহ ও প্রার্থনাভরে অপেক্ষায় আছে সেই দিনের জন্য যেদিন তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত সাধুতা মণ্ডলী কর্তৃক স্বীকৃতি পাবে এবং তাঁর পবিত্রতায় গোটামণ্ডলী, বিশেষভাবে বাংলাদেশের খ্রিস্টমণ্ডলী, মহিমান্বিত হবে এবং পরিপক্কতার আরেকটি উন্নত ধাপে মণ্ডলী বিচরণ করতে পারবে।

স্থানীয় মণ্ডলীতে আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী স্থানীয় ধর্মপাল হিসেবে যে পদচিহ্ন রেখে গেছেন তা অনুসরণ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। ঢাকা ধর্মপ্রদেশে তাঁরই একজন উত্তরসূরী হয়ে প্রথম থেকে অদ্যাবধি যে প্রত্যয় ও সাধনা নিয়ে পথ চলছি তা হল, ধর্মপালের দায়িত্বের পবিত্রতা ও মর্যাদা যেন কোনভাবে ক্ষুন্ন না হয়। কতটুকু সার্থক হয়েছে সে চিন্তা অবশ্য আমি করছি না। তবে এটা আজ অনুভব করছি হয়তো ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল থাকাকালীন সময়ে, সেই "প্রথম" আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর "ধন্য" বা "সাধু" শ্রেণীভুক্তিকরণ সম্ভব না-ও হতে পারে। তবে স্থানীয় মণ্ডলীতে সামগ্রিকভাবে "প্রথম" স্থানীয় ধর্মপাল কর্তৃক অলংকৃত পবিত্র ধর্মাসন থেকে তাঁকে অনুসরণ করার সুযোগ পেয়েছি বলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

পরিশেষে, সবার কাছে আকুল আবেদন করি যেন, সকলে ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জন্মশতবার্ষিকী পালন করতে তাঁরই মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের কাছ থেকে এমন অনুগ্রহ যাচ্না করেন যা ঈশ্বরের অলৌকিক বা আশ্চর্যকাজ বলে প্রমাণিত হতে পারে। এই আশ্চর্য কাজটি ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীকে "ধন্যশ্রেণীভুক্ত" করার জন্য একান্ত অপরিহার্য। ঈশ্বর আমাদের সহায়।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি
আর্চবিশপ, ঢাকা আর্চডাইয়োসিস।

ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী সিএসসি এর মাধ্যমে অনুগ্রহ লাভ

পলিন ফ্রান্সিস

১) সন্তান লাভ

জন গাব্রিয়েল গমেজ ও সারা মেরীলিন গমেজ এর বিয়ে হয় ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মে তারিখে। ওরা চেয়েছিল বিয়ের প্রথম বর্ষেই যেন একটি সন্তান লাভ করে। কিন্তু তাদের শারীরিক অসুবিধের জন্য চার বছর পার হয়ে গেল, সন্তান পেল না। ওরা খুবই হতাশ হয়ে পড়ল। আমি তখন ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর স্মরণাপন্ন হলাম। তাকে অনুনয় করলাম, তিনি যেন ওদের ওপর বিশেষ আশীর্বাদ চেয়ে নেন যাতে অদের শারীরিক অসুবিধে দূর হয় এবং সন্তান লাভ করে। সত্যিই, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে তারা এক কন্যা সন্তান লাভ করে। আমি বিশ্বাস করি এটা ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীরই অনুগ্রহ। তারই মধ্যস্থতায় এ সন্তান লাভ সম্ভব হয়েছে। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরকে এবং ঈশ্বরের সেবককে ধন্যবাদ জানাই।

২) অভিবাসন সমস্যা সমাধান

আমার এক আত্মীয় ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে সপরিবারে আমেরিকা যান। সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য সব ব্যবস্থা সবই বিধি অনুসারে শুরু থেকেই তারা করে আসছিলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না। যে বছর আর্চবিশপ অমল গাঙ্গুলীকে সাধু শ্রেণী-ভুক্তকরণের প্রক্রিয়া শুরু করতে বিশেষ প্রার্থনা কার্ড ছাপানো হল আমি তখন থেকে এই পরিবারের উদ্দেশে প্রার্থনা কার্ড থেকে প্রার্থনা শুরু করলাম। এরপর, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে ২৫ এপ্রিল পরিবারটি যথাযথ কাগজপত্র পেয়ে গেল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর অনুগ্রহের ফল। আমি পরম পিতাকে ও ঈশ্বের সেবককে আন্তরিক ধনবাদ জানাই।

আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট

ফাদার প্রশান্ত টি রিবেরু

আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলীর পুণ্য, দয়াপূর্ণ ও প্রৈরিতিক কাজ এবং তার জীবনকে জিইয়ে রাখার জন্য ২১ অক্টোবর ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রধানত খ্রিস্টভক্তদের উদ্যোগে ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয় আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট। ট্রাস্টটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য Deed of Trust এ, ৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত দলিলে উল্লেখ আছে। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : কাথলিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্কলারশীপ ও স্টাইপেন্ড, কাটেখিস্ট ও সেমিনারীয়ানদের প্রশিক্ষণ ও ভরণ-পোষণ, স্বাস্থ্য-সেবাকেন্দ্র ও লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা জোরদার, গবেষণা, শিক্ষা, শান্তি, ধর্মীয় ও সামাজিক সেবাক্ষেত্রে গবেষণায় তাৎপর্যপূর্ণ কাজে পুরষ্কার, আর্চবিশপের উপর বই ও পুস্তিকা প্রকাশ, তার মৃত্যুদিবস যথাযথ সম্মানের সাথে উদ্‌যাপন করা।

এ পর্যন্ত ট্রাস্ট কর্তৃক যে কাজগুলো সম্পাদিত হয়েছে:

১। দেশের মধ্যে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গরীব-মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের স্টাইপেন্ড প্রদান।

২। কাটেখিস্ট (আদিবাসী এলাকা) ও সেমিনারীয়ানদের আর্থিক সাহায্য।

৩। সাপ্তাহিক প্রতিবেশীসহ বিভিন্ন স্মরণিকায় ভাল ও শিক্ষামূলক প্রবন্ধ লেখার জন্য পুরস্কার।

৪। আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর উপর ৩বার বই ও পুস্তিকা প্রকাশ (১৯৮৮, ১৯৯৮ ও ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ)। বইগুলো দেওয়া হয়েছে দেশে ও বিদেশে (মধ্যপ্রাচ্য, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইতালি ইত্যাদি)।

৫। আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলীকে সাধুশ্রেণীভুক্ত করার মানসে, তার ফটোসহ প্রার্থনা কার্ড ছাপানো ও দেশব্যাপী বিতরণ, পোস্টার ও দেয়ালিকা প্রকাশ।

৬। 'ঈশ্বরের সেবক' হিসেবে ঘোষণার দিন (০২-০৯-২০০৬ খ্রিস্টাব্দ) এ, অনুষ্ঠান উদযাপনে আর্থিক সহায়তা দান।

৭। আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলীকে ধন্যশ্রেণীভুক্তকরণের জন্য লেখা প্রকাশ। তা করার জন্য ট্রাস্টই প্রথম প্রার্থনার কার্ড ছাপায় আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'র অনুমোদনে। বিশপদের অনুরোধ করে প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য।

৮। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগে গাঙ্গুলী লাইব্রেরী স্থাপনে আর্থিক অনুদান প্রদান।

৯। ২০১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলীর মৃত্যুবার্ষিকী (২ সেপ্টেম্বর) উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা।

১০। ঢাকার মনিপুরীপাড়ায় 'আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলী মহিলা হোস্টেল স্থাপনে সহায়তা দান।

১১। ট্রাস্টের ২জন সদস্য ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতে (কলকাতা, রাঁচি ও দিল্লী) যান আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলীর ওপর তথ্য সংগ্রহ করতে এবং খ্রিস্টানদেরকে অনুপ্রাণিত করার জন্য। তারা প্রার্থনার কার্ড ও পুস্তিকা বিতরণের কাজও করেন।

১২। ২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে গবেষণালব্ধ ও সংগৃহীত লেখাসমৃদ্ধ একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশ ও দেশে-বিদেশে তা বিতরণ করা।

১৩। স্টাইপেন্ডধারী ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সভা ও সেমিনার করা হয়েছে যেন ঈশ্বরের সেবকের উদ্যম ও নম্রতায় তারা অনুপ্রাণিত হয়।

১৪। দেশের বিভিন্ন স্থানে ঈশ্বরের সেবকের বিষয়ে সহভাগিতা।

১৫। ট্রাস্টের কোন কোন সদস্য তাকে ধন্যশ্রেণীভুক্তকরণের প্রক্রিয়ায় সাক্ষ্যদান ও অংশগ্রহণ করেছেন।

ট্রাস্টেও সদস্যগণ মিটিং করেন কিভাবে আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলীর আদর্শ ও গুণাবলী ভক্তদের মাঝে জানানো যায়। ফাদার পল গমেজ (১৯৮৫-১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ) এবং ফাদার প্রশান্ত টি রিবেরু (১৯৯৬ - ২০১০ খ্রিস্টাব্দ) ট্রাস্টের ফান্ড বৃদ্ধিকল্পে দেশে-বিদেশে প্রচারণা চালিয়েছেন।

আমরা আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ যে 'তার ধন্যশ্রেণীভুক্তকরণের প্রক্রিয়া চলছে এবং অনেকে তাঁর মাধ্যমে প্রার্থনা করে অসুস্থতা, কষ্ট ও সংকটে আধ্যাত্মিক ও শারীরিক ফল লাভ করেছেন।

আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলী প্রথম বাঙালি বিশপ (১৯৬০) ও আর্চবিশপ (১৯৬৭)। তিনি ২য় ভাতিকান মহাসভায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি যাজক ও সন্ন্যাস-ব্রতধারী/ধারীণিদের নবায়ন কোর্সের জন্য পদক্ষেপ নেন। তার উদ্যোগে বাংলাদেশ মণ্ডলীতে সংস্কৃতায়ন ও ২য় ভাতিকান মহাসভার আলোতে আত্মনির্ভরশীল স্থানীয় মণ্ডলী গড়ে ওঠার প্রচেষ্টা শুরু হয়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রশংসিত। বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে, যুদ্ধাহতদের এনে সান্ত্বনা, ধর্মপল্লীগুলো পরিদর্শন ও সাহস যুগানো, দেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে পূর্ণ আশাবাদি এবং যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে দেশ গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন।

তাঁর অকস্মাৎ মৃত্যুতে (২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭) মণ্ডলী হারায় এক মহাপ্রাণ মেষপালককে। তাঁর সম্বন্ধে পুস্তিকা, স্মরণিকা, ব্যক্তিগত লেখা রচিত হয়। জোর দাবি ওঠে তাঁকে 'সাধু' ঘোষণা করার।

আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট সেই মহৎ ও আকাঙ্ক্ষিত ঘোষণার প্রতীক্ষায় রয়েছে॥ ❑

ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী'র সাথে বিশেষ বিশেষ মুহূর্তের কয়েকটি ঘটনা

সিস্টার মেরী অমিয়া এসএমআরএ

প্রতি বছরই ২ সেপ্টেম্বর ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী সিএসসি'র করা হয়, তবে বিশেষভাবে রমনা আর্চবিশপস্ হাউজে ক্যাথিড্রালে তার জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান মালা এবং কবর সাজানো হয়, খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয় এবং স্মৃতিচারণের ব্যবস্থা ও তার জীবনভিত্তিক ঘটনাবলী পর্দায় দেখানো হয়। বেশ অনেকগুলো মৃত্যুবার্ষিকীতে আমার যোগদান করার সুযোগ হয়েছে। অনেকে অনেক বাস্তব স্মৃতিচারণ করেন। আবার অনেকে তার কাছে প্রার্থনা করে আশ্চর্যভাবে ফল পেয়েছেন তাও শুনেছি।

তিনি বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর প্রথম বাঙালি বিশপ ও আর্চবিশপ। তিনি আমাদের বাংলাদেশ মণ্ডলীর গৌরব। ঈশ্বরের সেববক আর্চবিশপ অমল গাঙ্গুলী'র অসংখ্য গুণের কথা বলে শেষ করা যায় না। তবুও বলি তিনি অত্যন্ত নম্র, ভদ্র, বিনয়ী, অমায়িক, ধার্মিক, প্রার্থনাশীল, দরদী, মিষ্টভাষী, বাকপটু, হাসিখুশী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এবং বড় মাপের বিদ্বান ছিলেন। ছোট-বড় সকল মানুষকে সমমর্যাদা ও প্রাধান্য দিতেন। মানুষের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হলেই হাসিমুখে কুশলাদি জিজ্ঞেসাবাদ করতেন। পিএইচডি ডিগ্রীধারী হলেও জ্ঞান গরিমা নিয়ে তিনি কখনো বাড়াবাড়ি করতেন না। তিনি ছিলেন নিরহংকারী। তিনি কথাবার্তা কোমল স্বরে বলতেন, সুমিষ্ট সুরে গান গাইতেন।

ঈশ্বরের সেবক শ্রদ্ধাভাজন আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী ছিলেন অত্যন্ত ধীর স্থির, শান্ত মেজাজের, কখনো রাগ করতেন না। তার ধার্মিকতা, আধ্যাত্মিকতা, পবিত্রতা শান্ত সৌম্য স্বভাবের, সহজ-সরল নির্মল চরিত্রের মধ্যে ঔজ্জ্বলতা প্রকাশ পেত এবং এক উন্নতমানের ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তাকে দেখলেই শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসত। সর্বোপরি তাকে সাধু পুরুষ হিসাবেই এ মর্তে গণ্য করা হত এবং তা ভুল ছিল না। মৃত্যুর পর তিনি স্বর্গে শান্তিতে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে রয়েছেন এবং ঈশ্বরের সেবক হয়ে আমাদের এ মর্তে কাথলিক ম-লীতে স্বীকৃতি প্রাপ্ত। এখন আমাদের প্রার্থনা তিনি যেন খুব শীঘ্রই ধন্যশ্রেণীভূক্ত হন। দয়ালু পিতা যেন তার সন্তানদের এ আকুল মিনতি গ্রাহ্য করে আমাদের আশা আকঙ্ক্ষা পূরণ করেন।

এ বছর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ ১৮ ফেব্রুয়ারী শ্রদ্ধাভাজন ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী'র শতবর্ষ জন্মবার্ষিকী পূর্তি উদ্‌যাপিত হচ্ছে। বাংলাদেশ মণ্ডলীর পক্ষ থেকে নিশ্চয় প্রতি মিশনে খ্রিস্টভক্তগণ নানা জায়গায় নানাভাবে এ বিশেষ স্মরণীয় দিবসটি পালন করছেন। সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সম্পাদকও এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যেগ গ্রহণ করে আহ্বান করেছেন। শুধু তাই নয়, যাদের সাথে আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বিশেষ কোন ঘটনা বা মুর্হূত স্মরণে আসে তারা সবাই লিখতে পারতেন বলেও আহ্বান জানিয়েছেন। তাই আমিও একটু সুযোগ গ্রহণ করলাম একটি বিষেষ মুহূর্তকে কেন্দ্র করে লিখতে।

ঈশ্বরের সেবক নমস্য আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী'র সাথে আমার একান্ত ব্যক্তিগতভাবে আনাশোনা ও পরিচয় ছিল। ছোটবেলা থেকেই আমি তাকে চিনতাম। সিস্টার হওয়ার পর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাজে সহায়তা করতে হয়েছে। তার সাথে অনেকবার অনেক বিষয়ে কথাবার্তা হয়েছে, যাকে বলে কখনও মামুলি আমার কখনো গুরুত্বপূর্ণ। এখন সেই সময়ের অনেক ঘটনার কথা, স্মৃতি'র কথা মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। সেখান থেকে আজ আমি আপনাদের সাথে একটি মুহূর্তের কথা সহভাগিতা করে একটু আনন্দ উপভোগ করতে প্রয়াসী।

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ, আগস্ট মাসের শেষের দিকে সকালে চা নাস্তার পর নমস্য আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী খাবার ঘর থেকে বের হয়ে সামনের বারান্দায় সবেমাত্র দাঁড়িয়ে আর আমিও তখন বটমলী হোম অর্ফানেজ থেকে রমনা আর্চবিশপ হাউজেরর গেট দিয়ে ঢুকে সোজা খাবার ঘরের বারান্দার কাছে এসে সিঁড়ি দিয়ে ধাপে-ধাপে হাসতে-হাসতে বললেন, আসেন। ভাবটা যেন এমন তিনি আগে থেকেই জানেন আমি আসব এবং তিনি অপেক্ষায় রয়েছেন। আমি যিশুতে প্রণাম বিশপ মহোদয় বলে আংটি চুম্বন দিয়ে আশির্বাদ নিলাম। তিনি বললেন, দাঁড়িয়ে কেন? চলুন, খাবার ঘরে গিয়ে বসি। এক কাপ কফি খাবেন। আমি সহজ সরলভাবেই উত্তর দিলাম, না, কিছু খাব না। নাস্তা করে এসেছি। তার আন্তরিক আদর আপ্যায়নের আহ্বানের জন্য ধন্যবাদ জানালাম। আমরা সেখানেই দাঁড়িয়ে কথালাপ শুরু করলাম তিনি আমার কুশলাদি জিজ্ঞেস করে বটমলী হোমের কুশলাদি জানতে চাইলেন। প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কিছু উত্তর দিয়েছি। ছোট-খাট কথাবার্তা শেষ করে আমি বললাম, আপনার জন্য একটি চিঠি এনেছি। এটা দিয়েই চলে যাব। একটু মিষ্টি হাসি দিয়ে বললেন, এত তাড়া কেন? আমি বললাম, আজ শনিবার। স্কুল বন্ধ, তাই তবলার স্যার এসে হোমের মেয়েদের তবলা ক্লাস নিবেন, সেখানে আমি একটু তদারকি করতে যাই। বলেই হেসে ফেললাম।

বিশপ মহোদয় হেসে আমাকে বললেন, আপনি তো মিউজিক কলেজে পড়াশোনা করছেন, হারমোনিয়াম, তবলা তো আগে থেকেই বাজাতে পারেন, কলেজে আপনি সেতারা শিখেছেন। বিশপ মাইকেল ডি'রোজারিও স্কুল সুপার ইনটেন্ডেন্ট কাছে শুনেছি একবার হলি ক্রশ কলেজে শিক্ষক সম্মেলনের পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে খুব সুন্দরভাবে সেতার বাজিয়েছেন, এখন বাজান না? মাথা নেড়ে নাবোধক উত্তর দিলাম। মনে মনে ভাবলাম সর্বনাশ এত খবর কিভাবে জানালেন, কি বিপদের মধ্যে পড়লাম। এরপর আরও যে কি প্রশ্ন করবেন জানি না কেমন যেন বিপদের মত লাগছে। এরপর আর একটি বোমা ফাটালেন, তিনি বলতে শুরু করলেন, আপনি গান রচনা করে সুর দিয়ে হোমের মেয়েদের শিখিয়ে তা গেয়ে যাচ্ছেন। খুব ভাল। গান রচনা করা সুর দেওয়া স্বরলিপি লেখা যথেষ্ট কঠিন কাজ। আবার করো কারো কাছে অনায়াস লভ্য। বনানী মেজর সেমিনারীতে ফাদার ফ্রান্সিস

সীমা, লেনার্ড রোজারিও, প্যাট্রিক গমেজ রাজশাহী এবং আরও কয়েকজন খুব সুন্দর করে গান রচনা করে সুরারোপ করে গেয়ে যাচ্ছেন। আপনি আপনার চেষ্টা আব্যাহত রাখুন, দেখেন বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য আরও কী করতে পারেন। আমি ছোট উত্তরে বললাম যে চেষ্টা করব, আপনি দয়া করে আশীর্বাদ ও প্রার্থনা করবেন। উৎসাহদানের ও প্রেরণার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

এতসব কথাবর্তা বলার পর তিনি হঠাৎ শিশুসুলভ আবদারের অঙ্গীতে আমাকে বললেন, সিস্টার অমিয়া ঐ গানটা গেয়ে শোনান। আমি মনে মনে বললাম এ আবার কোন বিপদে পড়লাম কোন গানটা গাইতে বালবেন আমি কি তা জানি? আমি উত্তরে বললাম বিশপ মহোদয় কোন গানটা? তিনি বললেন, ঐ যে রবীন্দ্র সঙ্গীত: কী গাব আমি কী শোনাব আজি আনন্দ ধামে। আমি আমার দীনতা স্বীকার করে বললাম, বিশপ মহোদয় আমি এ গানটা পারি। কিন্তু গাওয়ার মত করে অত ভাল এ মুর্হূতে পারব না। আমি বটমলী হোমে গিয়ে গানটা ভালমত শিখে আপনাকে টেপ করে পাঠাব। কি আশ্চর্য! তিনি নিজেই সম্পূর্ণ গানটি নির্ভুলে গেয়ে আমাকে শোনালেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধর মত তন্ময় হয়ে শুনছি। আহা। কি সুন্দর মিষ্টি মধুর সুর। তার সুরেলা কণ্ঠে শুনে আমি মুগ্ধ এবং স্তম্ভিত। এই সময়টুকুতে মনে হলো রমনা আর্চবিশপস্ হাউজের ঐ বারান্দায় যেন এক স্বর্গীয় মাধুর্যের আবেশ ভরে উঠল। সবার ঘোর কাটতে সময় লাগল। হঠাৎ কার যেন মোলায়েম কণ্ঠ আমার কর্ণে ভেসে আসল। সিস্টার অমিয়া গানটা কেমন হল? সঠিক হয়েছে তো? আমি আর্চবিশপের দিকে তাকিয়ে রয়েছি কি বলব দিশা পাচ্ছি না। মোহ কেটে গেলে জোরে হাত তালি দিয়ে বলল, চমৎকার। খুবই সুন্দর হয়েছে, আপনার সুরেলা কণ্ঠ শুনে আমি বিস্ময়াবিভূত ও বিভোর হয়ে কোন স্বর্গপুরী চলে গিয়েছি নিজেই জানি না। তাই, বলে আর্চবিশপ খোলা হাসি হাসলেন। আমরা দু'জনেই খুব আনন্দের হাসি হাসছি। আমি মনে মনে বললাম। বাপু গানটি তো আপনি নিজেই জানেন, তবে আমাকে গাইতে বললেন কেন? মনে হয় এ উদার হৃদয়বান ব্যক্তি সময় বিশেষে কারো কাছে কিছু প্রকাশ করার বা জানানোর আগে অন্যকে সুযোগ দিতে চায় না। অন্যের মতামত জেনে নিজে তা বিনিময় করতে চান। এতটা বিনীত, নম্র, ভদ্র না হলে ও সৌজন্যবোধ না থাকলে কেহ এমনটা করতে পারে না।

সময় অনেকটা পার হলেও, অতীতের একটি সুর টেনে আমি বললাম, আমি তখন অনেক ছোট, তুইতাল ধর্মপল্লীর গির্জায় যখন বড় বার্ষিক প্রসেশন হত আপনি বড় কোপ (রাজকীয় পোষাকের মত) ও উপরে সাদা সুন্দর সিল্কের ভেইল পড়ে বেদীর সামনে মন্সট্রান্স দু'হাতে উঁচু করে ধরে সাক্রামেন্তের গান, পাঞ্চে লিঙ্গুআ গ্লোরিওদী (ল্যটিন গান) এত সুন্দর সুরে এ গান উঠিয়ে দিতেন যে, গির্জা একেবারে ভরে যেত, খ্রিস্টভক্তগণ সকলে উচ্চস্বরে গান করত। এখনও আপনার ঐ স্বর আমার মনে আছে এবং কানে বাজে। আমার মনে আছে সাদা ফ্রক পড়ে মাথায় রীড ভেইল দিয়ে হাতে ফুলের ঝুড়ি নিয়ে সাক্রামেন্তের সামনে ফুল ছিটাতাম। গির্জা থেকে আমাদের বাড়ি (পুরান তুইতাল) কাছে তাই প্রতি বছর প্রথম বেদী হত আমাদের বাড়িতে। বিশপ মশায় জের টেনে বললেন, হ্যাঁ, আমারও মনে আছে আপনাদের নতুন বাড়ি খুব সুন্দর ছিল। রাস্তার থেকে বাড়িতে উঠতে সমান দূরত্ব নিয়ে বর্গাকৃতি চারটি নারিকেল গাছ ছিল ওর মাঝখানে বেদী সাজানো হত, পরিবেশ কি সুন্দর ও মনোরম ছিল। গির্জা থেকে রঙিন কাগজ দিয়ে সাজানো রাস্তা দিয়ে এতখানি পথ আসতে আমারও ভাল লাগত। হঠাৎ যেন অতীতের পুরানো স্মৃতি আওরিয়ে দু'জনেই আনন্দ চাপলাম এবং ঐ সময় খুবই উৎফুল্ল ছিলাম।

বন্ধু বাৎসল্য, অমায়িক, সহৃদয় ও মহৎ-প্রাণের প্রিয় মানুষের সাথে আন্তরিকভাবে কথা বলে খুব আনন্দ পেলাম। এত গুণের অধিকারী এ মহান সাধু পুরুষই হলেন ঈশ্বরের সেবক পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী। তার সাথে কথাবার্তা বলে কাজ শেষ করে প্রার্থনার অনুরোধ জানিয়ে আমি তার হাত ধরে আংটি চুম্বন দিয়ে আশীর্বাদ নিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে প্রায় গেট পর্যন্ত চলে এসেছি। পিছন দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখি তিনিও আমার চলার গতি পথের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি ডান হাত তুলে হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছি এবং তিনিও তার ডান হাত তুলে হাত নেড়ে আমাকে বিদায় জানাচ্ছে। আমাদের প্রতি তার কত ভালবাসা ও সৌজন্যবোধ ছিল তা বুঝা গেল। গেট দিয়ে বের হয়ে আমি আমার গন্তব্যের দিকে যাত্রা শুরু করলাম।

হায় ঈশ্বর! ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ, এ কি মর্মান্তিক দুঃসংবাদ দেশে বিদেশে ছড়িয়ে গেল। আমরা হারালাম এক মহামূল্যবান সম্পদ যা ফিরিয়ে পাওয়ার নয়, তবে মনকে সবাই বুঝাতে পারলাম যে সম্পদ ঈশ্বরের কাছ থেকে মুক্তা হয়ে আমাদের সামনে এসে জ্বলজ্বল করে জ্বলেছেন এবং তিনি হলেন ঈশ্বরের সেবক উপাধী ধারী নমস্য আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী। এখন ঈশ্বরের কাছে আমাদের মহা আবদার, তার শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাকে যেন খুব শীঘ্রই ধন্যশ্রেণীভুক্ত করেন।

আগস্টে ২য় সপ্তাহে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে, রমনা আর্চবিশপ হাউজে তবে কি সেই দেখা সাক্ষাৎ, কথাবার্তা, গান শোনানো, বিদায় সম্ভাষণ শেষ ছিল? তিনি কি কোন পূর্বাভাস পেয়েছিলেন যে খুব শীঘ্রই এ মর্ত থেকে চলে যেতে হবে এবং মানুষের মনে কিভাবে জিইয়ে থাকা যায় এ সাক্ষাতেই কি আমাকে বুঝতে চেয়েছিলেন? আমি তা কিভাবে বুঝব? এ কথা আমি এখন আর চিন্তাই করতে পারছি না।

বর্তমানে রমনা আর্চবিশপ হাউজের কথা মনে হলেই সেই ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ আগস্টের ২য় সপ্তাহের দেখা সাক্ষাৎ কথাবার্তা, গানের কথাই মনে হয়। শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ গাঙ্গুলী চিরকালের মত চলে যান পিতার ভাবনে আমার জন্য রেখে গেলেন সুন্দর মনোমুগ্ধকর এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি।

আর্চবিশপ গাঙ্গুলীকে আজও আমি ভুলতে পারি না। তার কথা মনে হলেই আমার স্মৃতি পটে জেগে ওঠে রমনা বিশপ হাউজ, মানে সেই লম্বা বারান্দায় আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর দাঁড়ানোর ভঙ্গী, হাসি-হাসি মুখে মিষ্টি-মিষ্টি কথা, গানের সুরেলা কণ্ঠ যা আমার কানে এখনও বাজে। আমি রয়েছি তার সামনে হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আর তিনি রয়েছেন আমার সামনে হাসি মুখে দাঁড়িয়ে। এ দৃশ্যটি ছাড়া এখন আর কিছুই কল্পনা করতে পারছি না।

আজ আপনার শততম জন্মবার্ষিকীতে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে গভীর ভক্তি শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার অতীতের স্মৃতিটুকু লিখে দিলাম॥ ❑

ছি এবং যা

খোকন কোড়ায়া

আমি বললাম ভালোবাসি
তুমি বললে ছি...
এমনি করে আমি তোমার
প্রেমে পড়েছি।
আমি বললাম কাছে এসো
তুমি বললে যা...
এমনি করে হলে তুমি
আমার মেয়ের মা।

খ্রিস্টভক্ত সুহৃদ আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলীর জন্ম-শতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি ও কিছু না জানা কথা

ডাঃ নেভেল ডি' রোজারিও

পুণ্যপিতা পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট প্রথম বাঙালি আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলী সিএসসিকে ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের ২ সেপ্টেম্বর ধন্যশ্রেণীভুক্ত হবার প্রাথমিক ধাপ হিসেবে 'ঈশ্বরের সেবক' হিসেবে ঘোষণা করেন। ইতিহাসে কোন বাঙালিকে ধন্যশ্রেণীভুক্তকরণ ছিল সেটাই প্রথম। আজ থেকে ৪২ বছর আগে আকস্মিক হৃদ-ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মাত্র ৫৭ বছর বয়সী আর্চবিশপের তিরোধানের পর থেকেই লাখো লাখো ভক্তের হৃদয়ে তিনি বেঁচে আছেন চিরকাল, আর তাদের ভালবাসায় সিক্ত হবেন আরও অনন্তকাল ধরে যুগ থেকে যুগান্তরে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে।

ইতিহাসের পাতায় যে সব বিরল ব্যক্তিত্ব তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টায় বাংলাদেশের খ্রিস্টভক্ত এবং জনগণের কাছে অমর হয়ে আছেন আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী সিএসসি তাঁদের অন্যতম। তাঁকে চিনেছি ছাত্রজীবনে, স্বাধিকার আন্দোলনের উনসত্তরের উত্তাল সে দিনগুলোতে, মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে, মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুর্ণগঠনে বিশ শতকের মধ্য ষাট থেকে সত্তর দশকের শেষাংশ পর্যন্ত, ছাত্র ও যুবক অবস্থায় অনেকের মতো আমিও ছিলাম তাঁর সাথে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে। আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২০ প্রয়াত আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলী সিএসসি'র জন্ম-শতবার্ষিকী। আমার পুরোনো স্মৃতিকে সম্বল করে প্রয়াত আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলী সিএসসি'র জন্ম শতবার্ষিকীর শুভক্ষণে আমার ছোট্ট ক্যানভাসে চিত্রিত করার চেষ্টা করবো ছাত্র-যুবসহ সাধারণ খ্রিস্টভক্তদের আর্চবিশপ গাঙ্গুলীকে। আর্চবিশপ মহোদয়ের জাতীয়, মাণ্ডলিক ও ব্যক্তিগত স্মৃতিগুলো আমার কাছে একাকার হয়ে গেছে বলেই ব্যক্তিগত এ স্মৃতিচারণ রোমন্থনের জন্যে পাঠকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি শুরুতেই।

মানবিক গুণের অধিকারী ছাত্র-সুহৃদ আর্চবিশপ

ধর্মভিত্তিক নৈতিকতার সঙ্গে আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর ছিল নিবিড় সম্পর্ক। তাঁর বাইরের পোষাকী আবরণটি ধর্মীয় লেবাসে আবৃত হলেও ভেতরটা ছিল প্রগতিশীলতার কণ্ঠস্বরে ভরা, মুক্তচিন্তা ও বিজ্ঞানভিত্তিক নৈতিকতাবোধের দ্বারা চালিত আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের পরিবর্তনের ক্ষেত্র রচনার ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখার দিক-নির্দেশনাময়।

সুঠামদেহী মাঝারি আকারের হালকা পাতলা গড়নের মানুষ ছিলেন আর্চবিশপ গাঙ্গুলী কিন্তু তাঁর হাসিটি ছিল বিরাট। কোনদিন কাউকে ধমক দিয়ে কথা বলতে শোনেনি কেউ তাঁকে। অথচ তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল অত্যন্ত সবল। স্বল্পভাষী কিন্তু বহুভাষাবিদ, সুলেখক, সুগায়ক ও সুবক্তা আর্চবিশপ গাঙ্গুলী সৎপথে থেকে একটা আদর্শ এবং লক্ষ্যের ভিত্তিতে পথ চলা পছন্দ করতেন। বাঙালি যাজকদের মধ্যে প্রথম পিএইচডি ডিগ্রীধারী বিনয়ী আর্চবিশপ গাঙ্গুলী ছিলেন ছাত্র-ছাত্রীদের অতি প্রিয়। আজীবন ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণ কামনায় উদ্‌গ্রীব ছিলেন আর্চবিশপ গাঙ্গুলী। তিনি নটরডেম কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবেও দক্ষতা, সুনাম ও সম্মান অর্জন করেন। আর্চবিশপ গাঙ্গুলী একজন বিজ্ঞ, দূরদর্শী চিন্তাবিদ ও নিরলস কর্মী ছিলেন। দূরদৃষ্টি ছিল বলেই তিনি একজন আদর্শ, মানবিক মূল্যবোধের মহান ব্যক্তিত্ব হিসেবে আজও চিহ্নিত হয়ে আছেন। তাঁর কাছে যারাই যেত উনি তাদের কথা বিস্তারিত শুনতেন, আলোচনা করতেন, সুখ-সুবিধা দেখতেন, অসুবিধাগুলো অনুধাবন করার চেষ্টা করতেন সর্বোপরি যেখানে যা প্রয়োজন সেখানে সে পরামর্শ ও নির্দেশ দিতেন। আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন একটি বিশেষত্ব ছিল যে তাঁর সাহচর্যে আসা ছাত্র-ছাত্রী, সহকর্মী, অনুরাগী, এমনকি বিরাগী নির্বিশেষে সবাইকে চমৎকৃত করতে পারতেন। আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর মধ্যে সব সময় একটি প্রচণ্ড ইতিবাচক মোহনীয় আকর্ষণ ছিল, যা তাঁকে মহীয়ান করে রেখেছে মৃত্যুর এত বছর পরেও। তিনি আজ এত বছর পরেও অমর হয়ে আছেন তাঁর কর্ম ও কীর্তির মধ্য দিয়ে। বহুগুণে গুণবান আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর মানব সেবার আদর্শ যুগ যুগ ধরে অনুপ্রেরণা দিয়ে যাবে অনাগত দিনের মানুষকে।

আর্চবিশপের সহানুভূতিশীলতায় ছাত্রদের মরণোত্তর শ্রদ্ধা

ছাত্রকল্যাণ সংঘ বরাবরই স্মরণ করেছে এবং সম্মান দেখিয়েছে তাঁদের পরম সুহৃদ, পৃষ্ঠপোষক ও ছাত্রকল্যাণ সংঘের জন্ম থেকে হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুকে অনলের বিভিন্ন বিশেষ সংখ্যায়। সে অনুভূতির প্রকাশ পায় আর্চবিশপ মহোদয়ের মৃত্যুর পরে '৭৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ৩য় বর্ষ বড়দিন সংখ্যা অনলে। অন্তিম শয়নে আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর মরদেহের ছবির নীচে অনল সম্পাদকীয় পরিষদ ও খ্রিস্টান ছাত্রকল্যাণ সংঘের পক্ষে সংখ্যাটি প্রয়াত আর্চবিশপের স্মরণে উৎসর্গ করে ক্যাপশন জুড়ে দেয়া হয়:-

"এবারেই তিনি প্রথম আমাদের মাঝে নেই
অথচ তিনি ছিলেন এযাবৎ
ছিলেন আমাদের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী, বন্ধু
এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষকরূপে সুদীর্ঘকাল।
আমরা তাঁকে শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করি
আজীবন করতেও চাই
কোন আনুষ্ঠানিকতার গদবাঁধা ছাঁচে নয়
বরং আমাদের কচি হাতের বিভিন্নতায়
আমরা তাঁর জীবিত আত্মায় বিশ্বাসী
এবং আশীর্বাদের প্রত্যাশী"

ছোট বড় সব ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলীর আন্তরিকতাপূর্ণ ও সহানুভূতিশীল সম্পর্কের কারণেই তখনকার ছাত্র-ছাত্রীদের মনে তিনি পেয়েছিলেন বিশেষ আসন। আর তাইতো ছাত্রদের প্রাণের দাবি স্থায়ী হোস্টেল বাস্তবায়িত না হলেও শ্রদ্ধা জানাতে এক ফোটা কৃপণতাও প্রকাশ পায়নি তাদের মনে। ছাত্র-ছাত্রীদের এ মনোভাবটি রিলে রেসের বাটন হস্তান্তরের মত করেই পরবর্তীতে আসা নতুন প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীদের মনে অগ্রজরা পৌঁছাতে পেরেছিল বছরের পর বছর ধরে। বছরের পর বছর প্রতিটি প্রতিভার অন্বেষণের শেষ দিনে আর্চবিশপ মহোদয়ের আত্মার কল্যাণে খ্রিস্টযাগ ও কবরে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন রীতিমত রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ছাত্রকল্যাণের রজত জয়ন্তী ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার পঁচিশ বছর উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে কর্মসূচী ছিল বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে। অনুষ্ঠান শেষে, উদ্‌যাপন কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীদের এক বিশাল দলকে পায়ে হেঁটে প্রভাতফেরী করে আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর কবরে জড়ো হয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে দেখেছিলাম, অংশগ্রহণকারী যাদের অনেকের জন্ম হয়েছিল আর্চবিশপ মহোদয়ের মৃত্যুর পরে। অনলের একটি প্রকাশনা নিয়ে ছাত্রকল্যাণ সংঘের কর্মকর্তাদের প্রতি রাগান্বিত হয়ে আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও ছাত্রকল্যাণ সংঘের পৃষ্ঠপোষক পদ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। ফলশ্রুতিতে সেদিন কোন কাথলিক যাজককে পাওয়া গেল না আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর কবরে প্রার্থনা পরিচালনায়। প্রভাতফেরীতে যোগ দেয়া A.G. Church এর Rev. Smith Adhikary সমাধিস্থলের প্রার্থনা পরিচালনা করেন। প্রার্থনা শেষে অনুমতি সাপেক্ষে Rev. Smith Adhikary আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর স্মৃতি চারণের শেষ পর্যায়ে দৃঢ়তার সাথে উচ্চারণ করেন, "আমি মণ্ডলী ঘোষিত

কোন সাধু দেখিনি, তবে জীবন্ত সাধু দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল আর আমার সে জীবন্ত সাধু হলেন স্বর্গীয় আর্চবিশপ গাঙ্গুলী।"

একুশে ফেব্রুয়ারী ও আর্চবিশপ গাঙ্গুলী

বাঙালির প্রাণের ভাষা মাতৃভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবিতে বুকের রক্ত ঢেলে আত্মাহূতি দিয়েছিল ভাষা শহীদরা ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালের এখনকার মত এতটা সর্বজনীনতা ২১ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান আমলে তখনও পায়নি। উনসত্তরের গণ-আন্দোলন শেষে সত্তরের শহীদ দিবসে ঢাকার যুব প্রতিষ্ঠান সুহৃদ সংঘ লক্ষীবাজার গির্জায় আয়োজন করলো ভাষা শহীদদের আত্মার মঙ্গলার্থে খ্রিস্টযাগ ও বিশেষ প্রার্থনানুষ্ঠানের। পরিকল্পনা করা হলো 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী আমি কি ভুলিতে পারি' গানের মাঝে পুরোহিত খালি পায়ে কালো বা বেগুনী রংয়ের পোষাক (যা শোকের অর্থ বহন করে) পড়ে সেবকসহ বেদীতে প্রবেশ করবেন। গির্জার বেদীর দু'পাশে রাখা বড় বিশেষ ধূপ-ধানী থেকে আসবে সুগন্ধী। খ্রিস্টভক্তরা খালি পায়ে কালো ব্যাজ পরে আগেই গির্জায় প্রবেশ করবে। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' এবং 'ধনে ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' গান দু'টি পর্যায়ক্রমে গাওয়া হবে গির্জার ভেতরে। ধর্মপল্লীর তৎকালীন এদেশীয় স্থানীয় পাল-পুরোহিতের কাছ থেকে আসলো প্রবল আপত্তি। গির্জার গান ছাড়া প্রস্তাবিত অন্য কোন গান গাওয়া চলবে না এবং খ্রিস্টভক্তরাও কালো ব্যাজ বুকে নিয়ে আসতে পারবে না গির্জায়। আর্চবিশপ মহোদয় সব কিছু শুনে সময়ের প্রয়োজনে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্তটি নিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত দিলেন শেষের গান দু'টি খ্রিস্টযাগের শেষ আশীর্বাদের পরে গাওয়া হবে। সেদিনের সে যুগসন্ধিক্ষণের সে যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের কারণেই প্রথমবারের মত ভাষা শহীদদের আত্মার কল্যাণার্থে বর্তমান বাংলাদেশ মণ্ডলীতে প্রথমবারের মত উৎসর্গ হয়েছিল খ্রিস্টযাগ এবং প্রথমবারের মত গির্জার ভেতরে গাওয়া সম্ভব হয়েছিল উল্লেখিত গান তিনটি। সেদিনের গাওয়া তিনটি গানই বর্তমানে গির্জায় ব্যবহৃত গীত-বিতানে অর্ন্তভূক্ত এবং বহুল গীত। যার মধ্যে একটি আবার পরিণত হয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতে।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে শুরু করা বাঙালি জাতির অহংকার নয় মাসের মহান মুক্তিযুদ্ধ শেষে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলায় ফিরে এলেন তখন এ মহাপুরুষকেই দেখি তাঁর নিজের গলার চেইন জাতির জনকের হাতে তুলে দিতে এবং বলতে শুনি যে এটা বিক্রি করে ক্ষতিগ্রস্তদের কিছুটা হলেও সাহায্য করা যাবে।

আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর বিশপীয় সময়কালে বাংলাদেশের কাথলিক মণ্ডলীর কঠিন বাস্তবতা

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের পাক-ভারত যুদ্ধকালীন সময়ে কুখ্যাত মোনেম খানের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় ময়মনসিংহের গারো সম্প্রদায়ের এক বিরাট অংশকে উদ্বাস্তু বানিয়ে ভারতে ঠেলে পাঠানোর প্রতিবাদ করার কারণে ঢাকা আর্চ-ডায়োসিসের তৎকালীন আর্চবিশপ গ্রেনার সিএসসি কে অলিখিত নির্দেশনা বলে ঢাকায় এক প্রকার অন্তরীণ করে রাখা হয় এবং দেশ ছেড়ে বাইরে গেলে পুণঃ-প্রবেশের অনুমতি দে'য়া হবে না বলে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে জানিয়ে দে'য়া হয়। এ ভাবে পরোক্ষভাবে পূর্ব পাকিস্তান থেকে মূলতঃ বহিস্কারাদেশের কারণে অতি অল্প সময়ে আর্চবিশপ গ্রেনার সিএসসি দেশ ত্যাগ করলে অপ্রস্তুত অবস্থায় আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলী সিএসসি ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ৩ নভেম্বর ঢাকা আর্চ-ডায়োসিসের আর্চবিশপ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দূরদর্শীসম্পন্ন আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলী সিএসসি ২০০৭ খ্রিস্টাব্দের ২ সেপ্টেম্বর মাত্র ৫৭ বছরে সবাইকে শোকসাগরে ভাসিয়ে পরপারে চলে যান। আর্চবিশপ থাকাকালীন তাঁর ১০ বছরে যা করে গেছেন তা বাংলাদেশের খ্রিস্টভক্তরা আজো শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। এখনো অনেক খ্রিস্টভক্তের তিনি প্রেরণাদাতা ও আদর্শ পুরুষ।

১৯৪৭ থেকে ১৯৬৭ সময়কালে ধর্মপ্রদেশের ফাদার, ব্রাদার, সিস্টারগণ আর্চবিশপ গ্রেনার সিএসসি'র মত বলিষ্ট নেতৃত্বে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর কাছ থেকে সে রকমটি না পাওয়াতে তারা নিরাশ বা হতাশ হয়েছেন। ফলে অনেকেই তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হতে থাকেন। তারা নানাভাবে তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। এমনকি কিছু বিদেশী মিশনারী এ দেশ ত্যাগ করেন। দেশী বিদেশী অনেক যাজক তাঁকে সরাসরি কঠোর ভাষায় তিরস্কার করতেন। অনেক বিদেশী যাজক আর্চবিশপের সাথে সহযোগিতা বন্ধ করে দেন। কিন্তু আর্চবিশপ গাঙ্গুলী তাঁর মত ধীরস্থিরভাবে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। *(সুনীল পেরেরা, ১৪৯)*।

'এমনি সংকটকালে খ্রিস্টযাগে পবিত্র কম্যুনিয়ন হাতে নে'য়া নিয়ে তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে ফাদার ষ্ট্যাগমায়ার সিএসসি এর সাথে খ্রিস্টভক্তদের এক অংশের বিরাট সমস্যার সৃষ্টি হয়। ২য় ভাতিকান মহাসভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে ফাদার ষ্ট্যাগমায়ার সিএসসি হাতে পবিত্র কম্যুনিয়ন নে'য়ার কথা বুঝালেও তেজগাঁও ধর্মপল্লীর অধিকাংশ খ্রিস্টভক্ত তখনও প্রস্তাবিত নতুন রীতিতে অভ্যস্ত না হওয়াতে নতুন করে গোলযোগের সৃষ্টি হয়। আর্চবিশপ গাঙ্গুলী সিএসসি ফাদার ষ্ট্যাগমায়ার সিএসসিকে নতুন রীতির শিক্ষা প্রচার না করার লিখিত নির্দেশনামা দেন। ফাদার ষ্ট্যাগমায়ার সিএসসি তাতে কর্ণপাত না করে পরবর্তীতে দেশ ত্যাগ করে চলে যান। এই বিষয়টি নিয়ে যাজকদের মধ্যে দেশী-বিদেশী সংঘর্ষ শুরু হলো। নানা কারণে কোন বিদেশীর উপস্থিতিই যেন কিছুকালের জন্যে অসহনীয় হয়ে ওঠেছিল। বেশ কিছুদিন আলোচনা হলো বিদেশীরা থাকবেন না চলে যাবেন। পক্ষে বিপক্ষে অনেক যুক্তি, অনেক লিখিত বক্তব্যও উপস্থাপন করা হলো। দেশী পুরোহিতগণ বিদেশী যাজকদের আর চান না এমন ভাবটাও পরিস্কার ফুটে উঠলো। কিন্তু সেদিনের বাস্তবতায় দেশীয় পুরোহিতের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম হওয়াতে সিদ্ধান্ত হলো বিদেশীদের রেখেই মণ্ডলীর কাজ চলবে।

স্বাধীনতা উত্তর দেশীয় রাজনৈতিক অস্থিরতা, মণ্ডলীর নানাবিধ সমস্যা, দেশী-বিদেশী যাজকদের দ্বন্ধ, আর্থিক-অনটন ইত্যাদির কারণে আর্চবিশপ অত্যন্ত মনোকষ্টে দিনানিপাত করতে লাগলেন। অনেকে প্রকাশ্যে তাঁর সমালোচনা ও বিরোধিতা করতে থাকে। কিন্তু এই সৃজনশীল মানুষটি সবকিছু নীরবেই সহ্য করে চলছিলেন। সব সমস্যা ও সংকট আর্চবিশপ মহোদয়কে তিলে তিলে ক্ষয় করে যাচ্ছিল, যা সেদিনের অনেকেই বোঝার চেষ্টা করেননি। তিনি তো রক্তমাংসেরই একজন মানুষ ছিলেন। ভেতরে ভেতরে চেপে রাখা অনুভূতিগুলি ক্রমে ক্রমেই তাঁকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। তিনি তা টের পেয়েছিলেন হয়তো। কিন্তু যারা তাঁর আশেপাশে ছিলেন, তারা তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতির বিষয়টি আঁচ করতে পারেন নি' *(সুনীল পেরেরা, অধ্যায় ৮)*।

'আর্চবিশপের দায়িত্বটি তাঁর জন্য ক্রুশসম ছিল। বিভিন্ন সহকর্মীদের কাছ থেকে তিনি অনেক জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করেছেন। কিন্তু কোন কিছু না বলে তিনি সমস্তই সহ্য করেছেন। একজন স্বদেশী পুরোহিত যথার্থই বলেছেন, "হ্যা, আমরাই তো আমাদের আর্চবিশপের মৃত্যুর কারণ হয়েছি" *(সুনীল পেরেরা, ২১২)*।

বাংলাদেশে পবিত্র ক্রুশ সংঘের ঢাকার তৎকালীন সুপিরিয়র ফাদার টমাস জিমারম্যান সিএসসি'র, রোম এবং ইন্ডিয়ানা প্রভিন্সিয়াল সুপিরিয়ারদের নিকট পাঠানো চিঠিতে পাওয়া যায়, "রমনা ক্যাথিড্রালের মূল ডিজাইন অনুযায়ী ক্যাথিড্রালের আরাধ্য সংস্কার সংরক্ষিত চ্যাপেলে প্রয়াত বিশপদের সমাধি দানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। সেখানে প্রয়াত আর্চবিশপ গাঙ্গুলী সিএসসি'র মরদেহ সমাধিস্থ করার প্রস্তাব করা হলে পরামর্শকদের মধ্যে তীব্র বিরোধিতা দেখা দেয়। তারা বুঝাতে চেয়েছিলেন, এটা করা হলে জনগণের কাছ থেকে পরে সমালোচনা আসবে। কারণ প্রস্তাবিত ঐ কবরগুলো ঠিক

চ্যাপেলের প্রবেশ পথে ছিল বলে জনগণকে সেগুলোর ওপর পা রেখে হেঁটে যেতে হবে এবং এতে জনগণের অনেকেই অস্বস্তিবোধ করবে। আর এ কারণেই ক্যাথিড্রাল ও রমনা আর্চবিশপ হাউস প্রাঙ্গণ চত্বরের একটা স্থানে তাঁকে কবরের জন্য নির্ধারণ করা হলো।" (যদিও লক্ষ্মীবাজারে যখন ক্যাথিড্রাল ছিল, তখন ঢাকার প্রথম আর্চবিশপ ক্রাউলী সিএসসি চিকিৎসারত অবস্থায় কোলকাতায় মারা গেলে তাঁকে লক্ষ্মীবাজার হলি ক্রশ গির্জার ভিতরে-- গির্জা থেকে কনভেন্টে যাবার passage-এ সমাধিস্থ করা হয়েছিল। লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লীতে কয়েক যুগ বসবাস করা কালে কখনো কারো কাছ থেকে কোনকালে কোন বিরূপ সমালোচনা শুনিনি। এটা সম্ভবত: ছিল কোন এক ধরনের সম্প্রদায়গত পরশ্রীকাতরতা)। তাইতো সুনীল পেরেরা সম্পাদিত স্মারক-গ্রন্থের ২০১ পাতায় ফাদার জিমারম্যান সিএসসি'র লেখা চিঠির শেষাংশে পাই তাঁর আশাবাদ 'আমি কল্পনা করছি অতিশীঘ্রই এ সমাধির উপর বিরাটাকার এক স্মৃতি-মন্দির স্থাপিত হবে'। কিন্তু বাস্তবে দেখি স্মৃতি-মন্দির স্থাপন তো হয়ই নাই সেখানে আছে এখন দেশ-বিদেশে অবস্থানরত বাঙালি খ্রিস্টভক্তদের দানেই বাধানো কবরের উপরে স্থাপিত স্মৃতি-ফলক। পুণ্যপিতা পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট কর্তৃক আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলী সিএসসিকে ধন্যশ্রেণীভুক্ত হবার প্রাথমিক ধাপ হিসেবে 'ঈশ্বরের সেবক' হিসেবে ঘোষণা করার আগে ঢাকায় থাকাকালে দেখেছি, রমনার কাকরাইলস্থ আর্চবিশপ ভবন চত্বরে থাকা আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর কবরের অযত্নের ছাপের শ্যাওলার আবরণ।

১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে মধ্যপ্রাচ্যে চাকুরীরত একজন বাংলাদেশী খ্রিস্টভক্ত প্রতিবছর প্রতিবেশী পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন বিভাগের লেখার জন্যে আর্চবিশপ গাঙ্গুলী সাহিত্য পুরস্কার ঘোষণা করেন এবং এককালীন অর্থ প্রদান করেন। প্রতিবেশী পত্রিকা এবং খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রকে প্রতি বছর তা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেয়া হয়। ৯৭ ও ৯৮ খ্রিস্টাব্দের পুরস্কার জাঁকজমকের সাথে আয়োজন করা হয় যেখানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলা একাডেমীর উপ-মহাপরিচালক কবি আসাদ চৌধুরী। এর মাঝে কিছুদিন বন্ধ থাকলেও ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ পুরস্কার প্রদান অব্যাহত ছিল। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে আর্চবিশপ গাঙ্গুলী সাহিত্য পুরস্কার বন্ধ হয়ে যায় এবং মণ্ডলী কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে আর কোন ভূমিকা রাখেনি। *(সুনীল পেরেরা, ৭১৪-১৫)*। স্মৃতিফলক স্থাপন শেষে উদ্বৃদ্ধ অর্থ দিয়ে পরবর্তীতে আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর জীবনী সম্বলিত বই প্রকাশের কথা থাকলেও মণ্ডলী কর্তৃপক্ষ তা আর করে নি।

'ঈশ্বরের সেবক' ঘোষণার পরে আর্চবিশপ গাঙ্গুলী স্মৃতি ট্রাষ্ট আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর ছবির পেছনে সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে একখানা স্মারক ছবি ছাপিয়ে সমগ্র বাংলাদেশের খ্রিস্টভক্তদের মাঝে বিলি করার পরিকল্পনা করা হলে সব কিছুই মণ্ডলী কর্তৃপক্ষ করবে বলে তাদেরকে নিরুৎসাহিত করা হয়। এভাবেই বিভিন্ন কর্মকাণ্ড থেকে খ্রিস্টভক্তদেরকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল।

আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলীর জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনে খ্রিস্টভক্তদের যেন এমনিভাবে দূরে রাখা না হয়। ইতোমধ্যে দেশ-বিদেশে বিভিন্ন কার্যক্রমের কথা শোনা যাচ্ছে। সে কার্যক্রমগুলো যেন নিজেদের মধ্যে একতা ও মিলন আনতে সহায়ক হয়। কতিপয় মানুষের উদ্যোগ হলেও অনেক মানুষের অংশগ্রহণ যাতে সুগম হয় এতে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। নিজ নাম জাহির না করে আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলীর সর্বজনীনতা সবার কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করা দরকার। ইতোমধ্যে আমেরিকায় আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলীর জন্মশতবার্ষিকী পালন করা হয়েছে যেখানে ৬০/৭০ জন মুষ্টিমেয় লোক উপস্থিত ছিল। কেননা খ্রিস্টভক্তদের বিভিন্ন সংগঠনকে এতে জড়িত করা হয় নি। ফলশ্রুতিতে এ মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানান নি এবং অংশগ্রহণও করেনি তারা। আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলীর জন্মশতবার্ষিকীর উদ্‌যাপনের যেকোন কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা প্রত্যাশা করা যায়। সকল কার্যক্রমে আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর সর্বজনীনতা যেন পরিলক্ষিত হয়।

যুব-ছাত্র বান্ধব আর্চবিশপ গাঙ্গুলী

সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার ও সামাজিক অবক্ষয় রোধের প্রাথমিক শর্ত সবাইকে সংস্কৃতিমনা করে তোলা। খ্রিস্টান সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টিতে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ছাত্রকল্যাণ সংঘ আয়োজন করে ১ম শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ (যা পরবর্তীতে নাম ধারণ করে 'প্রতিভার অন্বেষণ')। ছাত্র-যুবকদের প্রথম শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা '৭৫ এর শেষদিন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে এসে আর্চবিশপ গাঙ্গুলী যুব সম্প্রদায়ের পরামর্শদাতা ও সাহায্যকারী রূপে একজন যাজক নিয়োগের আশ্বাস দিলেন আর সে আর্চবিশপের মৃত্যুর ৪২ বছর পরে আর্চবিশপের সে যুব সম্প্রদায়ের পরামর্শদাতা ও সাহায্যকারীর বদলে কাথলিক যুব কমিশন ইয়ুথ টি এ সেবা দল থেকে বর্তমানে আবার সিবিসিবি যুব কমিশন নাম নিয়ে চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে ও রং বদলিয়ে পরামর্শদাতা ও সাহায্যকারী না হয়ে পরিণত হয়ে দাঁড়ালো অনেক ক্ষেত্রে ছাত্র-যুব আন্দোলনে বিভেদকারী, প্রতিযোগী ও ক্ষেত্র বিশেষে প্রতিপক্ষ হিসেবে।

খ্রিস্টভক্ত সুহৃদের জন্ম-শতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি আমাদের বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর বিভিন্ন বড় বড় কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনার রূপকার ও তার বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দেবার জন্যে তো সাধারণ খ্রিস্টভক্তদের সুখ-দুঃখের সাথে একাত্মতা প্রকাশসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে খ্রিস্টান ছাত্র-ছাত্রী, খ্রিস্টান যুব সম্প্রদায় ও সাধারণ খ্রিস্টভক্তসহ সবার প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনায় সহানুভূতিশীল সম্পর্ক, সহায়ক মনোভাব এবং সহায়ক ভূমিকা পালনের জন্যেও। জ্ঞানতাপস আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলী সিএসসি কে ঈশ্বরের সেবক ঘোষণার শুভক্ষণের পরবর্তীতে আজকে প্রয়াত আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলী সিএসসি'র জন্ম শতবার্ষিকীতে শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতায় মেতে উঠলে চলবে না বরং সাধুপুরুষ এ ধর্মাধ্যক্ষের মন মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা-ভাবনা, ধ্যান ধারণা ও কর্মপ্রণালীকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন ও অনুধাবন করে আমাদের সবাইকে নির্ধারণ করতে হবে আমাদের পরবর্তী কর্মকৌশল। প্রথম বাঙালি কার্ডিনাল-আর্চবিশপ থেকে শুরু করে সকল ধর্মব্রতধারী-ধারিণীসহ সকল খ্রিস্টভক্তদের মনে ও হৃদয়ে অঙ্কুরিক হয়ে জেগে উঠুক আমাদের সবার প্রিয় পরলোকগত আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলী সিএসসি'র সে চিন্তা ও চেতনা।

সবশেষে অনেক অনেক শ্রদ্ধা জানাই প্রিয় আর্চবিশপকে। আমরা কখনো ভুলবোনা আমাদের প্রিয় মানুষটিকে শুধুমাত্র প্রথম বাঙালি আর্চবিশপ হ'বার কারণেই নয় বরং ছাত্র-যুব তথা খ্রিস্ট-ভক্তসুহৃদ সাধু পুরুষ পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলীকে। সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ, খ্রিস্ট-ভক্তদের জন্যে সব কিছু করার আকাঙ্ক্ষা, তাঁর ত্যাগী ভাবমূর্তি নিয়ে অনুকরণীয় আদর্শ হয়েই থাকবেন পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ, সকল খ্রিস্টভক্তের হৃদয়ে এটাকেই খ্রিস্টভক্তদের উচ্চারিত প্রথম ও শেষ তথ্য বলে গ্রহণ করবেন।

তথ্য সহায়িকা ও অনুস্মরণিকা এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১। অনল : ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা ১৯৭৫ ও ৩য় বর্ষ : ২য় সংখ্যা, ১৯৭৭

২। অনল : ৩য় বর্ষ বড়দিন বিশেষ সংখ্যা, ১৯৭৭

৩। পুরনো সে হারানো কথায়, অনল : ২৫ তম বর্ষ সংখ্যা, ২০০৪

৪। পুরনো সে হারানো কথায়, প্রেক্ষাপট : যুব মানসের আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলী

৫। পুরোনো সে হারানো কথায়, প্রেক্ষাপট: ছাত্র মানসের আর্চবিশপ টি এগাঙ্গুলী; অনল, ৩২ বর্ষ: প্রতিভার অন্বেষণ বিশেষ সংখ্যা, ২০০৬

৬। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী : ৬৪ বর্ষ, ৩৬তম সংখ্যা, ২০০৬

৭। সুনীল পেরেরা : ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী : বাংলাদেশ মণ্ডলীর গৌরব' ২০১৯।

শুভ সোনালী জন্মলগ্নে মহান টি এ গাঙ্গুলীর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

তার্সিসিউস গোমেজ

"রজনী পোহায়ে স্নিগ্ধ প্রভাতে উদিত রক্তরবি
ত্যাগের মহীমায় সমুজ্জল হে মহান, লহো প্রণমি।
দিবসের তারারূপে দীপ্ত জ্যোতিষ্ক নীল গগণে
শতবর্ষের সোনালী জন্ম লগ্নে,
শত কোটি প্রণাম চরণে।
স্বর্ণ জয়ন্তী বেশে বিরাজিছ অনুক্ষণ ভালবেসে
দক্ষ কর্ণধার, অসীম পারাবার সোনালী পরশে
বেঁধেছ অপার স্নেহের বাঁধনে এ মাহেন্দ্রক্ষণে।
ধন্য হয়েছে খ্রিস্টভক্ত, ধন্য দিশারী তোমায় বরণে।
সিক্ত আশীষে প্রেমাঞ্জলী জন্ম জয়ন্তী লগ্নে
প্রেমের পুষ্পাঞ্জলী জানাই ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদনে"

গণমানুষের প্রাণের জনক ঈশ্বরের সেবক ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারী হাসনাবাদ নামক "বেথলেহেম" এর মাটির কুটিরে জন্মেছেন। "আমি একটি মাটির পাত্র বৈ কিছুই নই। ঈশ্বর এই মাটির পাত্রে মহামূল্যবান রত্নরাজি রাখতে দিয়েছেন। আমি ঈশ্বরের এই অনুগ্রহের জন্য তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।" একজন প্রজ্ঞাবান ধর্মগুরু কতখানি বিনয়ী হলে এমন কথা বলতে পারেন। বিনম্র প্রাণ সেবকের মত তিনি মানুষের পাশে থাকতেন। জনগণের সার্বিক মঙ্গলই ছিল তার সকল চিন্তা ও প্রার্থনার মূল। যুব সমাজকে তিনি দেখতেন সমস্ত আনন্দ সৃষ্টি, প্রগতিশীলতা ও ভালবাসার মূলে। তার ধর্মানুরাগ, চারিত্রিক শুদ্ধতা প্রেম ক্ষমার নীতি যুগে-যুগে এ দেশের খ্রিস্টমণ্ডলী ও নীতি সম্পর্কে খ্রিস্টভক্তের কাছে আলোকিত আদর্শ হয়ে থাকবে। ঈশ্বর ও মানুষের কাছে নত হতে তাঁর কুণ্ঠাবোধ ছিল না। তিনি প্রতিটি মানুষের মাঝে ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি দেখতেন। অসহায় দুঃখী ও বেদনাক্লিষ্ট মানুষের মাঝে তিনি কষ্টভোগী খ্রিস্টকে উপলব্ধি করতেন।

তাঁর পুরো জীবনেই ছিল অষ্টকল্যাণ বাণীর সার্থকতা। খ্রিস্টমণ্ডলীর গৌরর পুরুষ তিনি। মা মারীয়ার প্রতি ছিল তার শিশু সুলভ বিশ্বাস ও নির্ভরশীল আস্থা। গভীর জীবনবোধের আধ্যাত্ম সাধনায় তিনি অন্তর গভীরে উপলব্ধি করেছিলেন "আত্মিক উন্নতির মাধ্যমে স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করাই হচ্ছে মানুষের পরম প্রাপ্তি।" আত্মত্যাগী মহান পুরুষ তিনি। ধূপের মত নিজেকে অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছিলেন মানুষের সেবার তরে।

তাই পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ লরেন্স লিও গ্রেনার বলেছিলেন "আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর বিশ্বাস ও আত্মত্যাগ এত গভীর যে, ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় তার দেবার মত আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।" তাই অনেকেই তাকে "জীবন্ত সাধু" বলে অভিহিত করেছেন। আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলী মনে করতেন "পৃথিবী স্বর্গের চেয়েও সুন্দর, আনন্দময় হতে পারে প্রেম, ক্ষমা ও ভালবাসায়।" তাই পুণ্যপিতা তাকে তার যোগ্য সম্মানে ভূষিত করেছেন "ঈশ্বরের সেবক" বলে। এই মানুষটির এত গুণ ছিল কিন্তু তিনি নিজের অর্জিত সম্পদ মনে করেননি। বরং ঈশ্বরের কাছ থেকে বিনামূল্যে যা কিছু পেয়েছেন, তা বিনামূল্যেই বিতরণ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। প্রার্থনাই ছিল তার শক্তির উৎস। তিনি ছিলেন হাসনাবাদের গৌরবোজ্জ্বল নক্ষত্র।

"স্বদেশী বাউল ভিক্ষাই করেছ
নিজের রাখনি কিছু
সব কিছু তার বিলিয়ে দিয়েছ
মানুষের পিছু পিছু
ধনী-দরিদ্র, স্বজাতি-বিজাতি
না বেছে উঁচু-নীচু।"

পদ মর্যাদার গৌরব ও আড়ম্বর তাতে মোহিত করতে পারেনি। উচ্চ শিক্ষা ও জ্ঞানের অহংকার তাঁকে কোনদিন স্পর্শ করেনি। তিনি ছিলেন খ্রিস্টের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে নিবেদিত প্রাণ এক সাধারণ পুরোহিত। এই সাধারণ মানুষটির শিশুসুলভ নম্রতায় মুগ্ধ হয়ে রেলগাড়ির এক বৃদ্ধ কুলি সর্দার বলেছিলেন "জীবনে কত লোকের বোঝা বইলাম, কিন্তু এমন সুন্দর করে তো কেউ কথা বলে নাই।

স্যারের কথা বার্তায় আমি আগেই বুঝাতে পেরেছিলাম যে, উনি এক সাধু পুরুষই হবেন।" পুরোহিত হলেন অপর খ্রিস্ট, এই চিরন্তন কথাটির সত্য প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর জীবন চলার পথে প্রতি পদক্ষেপে। খ্রিস্ট প্রেমের উপঢৌকন হিসেবে আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর তার ভালবাসা ও শান্তির ফুল ফুটিয়েছিলেন। জীবনের সকল অবস্থায় ঈশ্বরের কাছে এত বেশি করে আত্মনিবেদিত জীবন খুবই বিরল।

মণ্ডলী এবং দেশের যুগান্তকারী ক্রান্তি লগ্নে আর্চ বিশপ গাঙ্গুলী তাঁর ব্যক্তিত্বের যে ছাপ রেখেছেন, তা দেখে শুধুই মনে হয়, উপযুক্ত সময়ে যোগ্য ব্যক্তিকেই বেছে নিয়েছিলেন ঈশ্বর তার কাথলিক মণ্ডলীর জন্য। প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশ মণ্ডলী জীবনে ঈশ্বরের আশীর্বাদ এক মূর্তরূপ হয়েই এসেছিলেন তিনি। অনেক কিছুই অসমাপ্ত রেখে অকালেই চলে গেলেন, দুঃখ চেপে রেখে হাসতে জানা মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে অতি বিরল। পবিত্রতা পিয়াসী জীবন সন্ন্যাসী আমৃত্যু শুধু পূণ্যের সাধনাই করে গেছেন। তাঁর মধুময় ব্যক্তিত্বের ব্যাপ্তি স্থান ও মনের ঊর্ধ্বে সীমাহীন। মানুষের স্মৃতিতে চির ভাস্বর হয়ে আছেন এবং থাকবেন। তিনি তার আপন কীর্তিতে কীর্তিমান। তিনি বিশ্ববাসীর কাছে খ্রিস্টের প্রেম, ভালবাসা, ক্ষমা, সেবা আর শান্তি ও সম্প্রীতির অমোঘ বাণীপ্রচার করেছেন। শান্তিবাসী এই মহান ধর্মগুরুর মৃত্যুতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ শোক বাণীতে বলেছেন ঈশ্বরের বিশ্বস্ত একজন সেবক তার কাছে ফিরে গেলেন। মানব সেবার উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক টি এ গাঙ্গুলী সিএসসি সেবা ও ভালবাসার কাজ করে মানুষের অন্তরে বিশেষ আসন পেয়েছেন। ঈশ্বরের সেবক সম্মানীয় উপাধি থেকে শীঘ্রই তিনি পূজনীয় সম্মানে ভূষিত হবেন বলে আমরা বিশ্ববাসীবর্গ প্রত্যাশা করি। বাংলাদেশ মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ ও এ ব্যাপারে বেশ তৎপর আছেন।

তিনি জীবনকালেই সবার পূজনীয় ছিলেন। তার নম্রতা সবাইকেই মুগ্ধ করে। বাংলাদেশের খ্রিস্টান সমাজ তথা গোটা বাঙালি জাতির অহংকার তিনি। তিনিই প্রথম বাঙালি বিশপ ও আর্চবিশপ। তিনি প্রথম বাঙালি যিনি ঈশ্বরের সেবক মনোনীত হয়েছেন। নিরহংকার নির্মোহ, অমায়িক বন্ধুভাবাপন্ন একজন মানুষ। তার পাণ্ডিত্য, উদারতা ও পরোপকারের কথা সর্বজন বিদিত। এত জ্ঞানী, মহান সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা হয়েও ভুলে যান নি তিনি অন্য সকলের মত একজন মানুষ। তার মানবতাবোধ ছিল খুবই প্রবল। একাত্তরে মুক্তি যুদ্ধের সময় নিরন্ন অসহায় শরণার্থী ও অভাবী নির্যাতিত মানুষের পাশে ছিলেন তিনি। তাদের আশ্রয় খাদ্য ও সেবা দিয়েছেন। তার দেখানো পথ, শিক্ষা ও আদর্শ আমাদের সকলের জন্য প্রেরণা ও শক্তি। তিনি সাধুশ্রেণীভুক্তকরণের প্রথম ধাপে রয়েছেন। পর্যায়ক্রমে অন্য ধাপগুলো উত্তীর্ণ হয়ে তিনি খুব শীঘ্রই সাধু হয়ে উঠবেন এমন প্রত্যাশা আমাদের সকলের।

শ্রদ্ধেয় ফাদার আবেল বি রোজারিও এবার ঈশ্বরের সেবক টি এ গাঙ্গুলীর ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকীর পবিত্র খ্রিস্টযাগে উপদেশবাণীতে স্মৃতিচারণ করেন হাসনাবাদ জপমালা রাণীর ধর্মমন্দিরে। টি এ গাঙ্গুলীর স্মৃতিচারণে অনেক বিচিত্র ঘটনার মাঝে এ কথাটিও উল্লেখ করেছেন। তা হলো বিশপ হবার পর ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে বিশপ গাঙ্গুলী আমেরিকা যান। যাবার পথে উনি করাচী সেমিনারীতে আসেন। আমি (ফাদার আবেল) তখন ঐ সেমিনারীতে ফাদার হবার জন্য লেখা-পড়া করছি। খাবার ঘরে পরিচালক ফাদারের অনুরোধে বিশপ টি এ গাঙ্গুলী এক ছোট-খাট উপদেশ দিলেন। এর ১০/১২ দিন পরে বোম্বের বিশপ উইলিয়াম ও সেমিনারীতে আসলেন। পরিচালকের অনুরোধে উনি ও সেমিনারীয়ানদের উদ্দেশে এক লম্বা উপদেশ দিলেন। এর কিছুদিন পর ফাদার রেক্টর আমাদের (ফাদার আবেল) কনফারেন্স দেবার সময় বললেন- Bp. William spoke a lot but said nothing and Bp Ganguly spoke little but said a lot. অর্থাৎ বিশপ উইলিয়াম লম্বা উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু মূল্যবান কিছুই বলেননি, আর বিশপ গাঙ্গুলী ছোট্ট উপদেশে অনেক মূল্যবান কথা বলেছেন। তার জ্ঞানের পরিধির কথা বর্ণনা করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। খ্রিস্টযাগে তার মধুর উপদেশবাণী মন্ত্রমুগ্ধের মত শ্রবণ করতো অগণিত খ্রিস্টভক্তগণ। এক কথায় তিনি উত্তম মেষপালকরূপে প্রতিভাত হয়েছেন তার সুদীর্ঘ বছরের পালকীয় সেবাদানে। এত দীর্ঘ সময় ধরে এই দায়িত্ব পালন মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। কিন্তু তার জীবনে তিনি তা সম্ভব করেছেন স্বীয় মাধুর্য গুণে।

নিয়মিত প্রার্থনা, খ্রিস্টযাগ, মা মারীয়ার প্রতি ভক্তি, সাক্রামেন্তের সামনে দীর্ঘক্ষণ প্রার্থনায় তিনি সময় কাটাতেন। এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সজাগ। স্থানীয় মণ্ডলীতে নেতৃত্বের ক্রান্তিলগ্নে তার ত্যাগ ও অবদানের কথা অনেকের অন্তরে গেঁথে থাকবে। তার সুদক্ষ নেতৃত্বে এ দেশে স্থানীয় মণ্ডলীর দ্রুত বিকাশ ঘটেছে। অনেকের আর্থিক প্রয়োজনে চাওয়ার আগেই সাহায্য করেছেন।

ঈশ্বরের সেবক টি এ গাঙ্গুলীর যাজকীয় জীবন, বিশপ ও আর্চবিশপীয় কর্মকাল খুব দীর্ঘ সময়ের ছিল না। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ৬ জুন রাচীর সেন্ট আলবার্ট সেমিনারী থেকে ধর্মপ্রদেশীয় পুরোহিত অভিষেক, ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার নটরডেম ইন্ডিয়ানায় হলিক্রস সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে ৭ অক্টোবর ঢাকায় রমনা ক্যাথিড্রালে, বিশপীয় অভিষেক এবং ১৯৬৭ খ্রিস্টব্দে ২৩ নভেম্বর ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। আর ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা মহাপ্রয়াণের মধ্য দিয়ে তার আর্চবিশপীয় কার্যকালের সমাপ্তি ঘটে। জন্ম ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২০, মৃত্যু ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ। মাত্র ৫৬ বৎসর ৭ মাস আয়ুষ্কাল। ঈশ্বরভক্ত এই সাধু পুরুষের সীমিত ব্রতীয় জীবনের (১৯৪৬ -৭৭) ঘটনাবলী ও কার্যক্রম সম্পর্কে তার জীবদ্দশায় খুব কমই প্রচার প্রকাশনায় স্থান পেয়েছে। নম্রতা ও বিনয়ের অবতার টি এ গাঙ্গুলী ছিলেন প্রচার বিমুখ।

প্রকৃত পক্ষে ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখের পর থেকে আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলীর জীবন, দর্শন ও গুণাবলী সম্পর্কে লেখা-লেখি ও আলোচনা শুরু হয় যা এখনও চলমান। তার মৃত্যুর পর পরই প্রতিবেশীর সম্পাদকীয়তে বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের স্মরণ সভায় তাকে অভিহিত করা হয় সাধু হিসেবে। ক্রমে ক্রমে তাঁর বিভিন্ন গুণাবলী ও কার্যক্রমের বিষয়ে ভক্তজনেরা লিখতে থাকেন। বিশেষভাবে প্রতি বছর তার মৃত্যুবার্ষিকী পালন উপলক্ষে প্রকাশিত প্রবন্ধ ও কবিতায় টি এ গাঙ্গুলী সম্পর্কে অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটিত হতে থাকে। তাঁর ধার্মিকতা, পবিত্রতা আধ্যাত্মিক গুণাবলী ও আরও অনেক প্রাসঙ্গিক বিষয় মূল্যায়ন করে পুণ্যপিতা ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে টি এ গাঙ্গুলীকে ঈশ্বরের সেবক ঘোষণা করেন। এরপর থেকে খ্রিস্টভক্তগণ তার সম্পর্কে আরও জানতে তার উপর গবেষণা করছেন। বর্তমানে আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর ধন্যশ্রেণীভুক্ত প্রক্রিয়া সক্রিয়ভাবে চলমান রয়েছে। তবে আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলীর সান্নিধ্যে যারা এসেছেন তারা এ মহৎ মানুষের গুণাবলী প্রচারে আরও বেশি ভূমিকা রাখতে পারবে। আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলী ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি হাসনাবাদ গ্রামে গাঙ্গুলী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা নিকোলাস কমল গাঙ্গুলী ও মা রমনা কমলা গাঙ্গুলী। তিন ভাই এর মধ্যে দ্বিতীয় সন্তান। তার বড়দার নাম ডাক্তার জেভিয়ার গাঙ্গুলী আর ছোট ভাই এর নাম এন্টনী বিমল গাঙ্গুলী। তাদের পরিবারের বসবাস এখনো বাংলার দু'পাড়েই আছে। আগে তাদের পদবী কিন্তু গাঙ্গুলী ছিল না।

গাঙ্গুলী পরিবার আগে গমেজ পদবীতে পরিচিত ছিলেন। দেশীয় চেতনা বোধ ও দেশপ্রেম থেকেই পর্তুগীজ পদবী ত্যাগ করে বাঙালি গাঙ্গুলী গ্রহণ করেন। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে পরিবারের প্রধান তাঁর বাবার গমেজ পদবী আইনগতভাবে পরিবর্তন করে গাঙ্গুলী যুক্ত করেন। বাবার সন্তান হিসেবে তখন থেকে সবার নামের সাথে গাঙ্গুলী পদবী ব্যবহার শুরু হয়। তার বাবা ছিলেন একজন শান্ত প্রকৃতির মানুষ। মা ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিকা নারী। তিনি পরিবারটিকে একটি আদর্শ খ্রিস্টীয় পরিবার হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। সকাল সন্ধ্যা প্রার্থনা করা এবং গুরুজন ও ফাদার সিস্টারদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা দেখানো ছিল তাদের পরিবারের রেওয়াজ। গ্রামে সমবয়সী ছেলেমেয়েরা যখন হৈ হুল্লোর করে খেলাধুলায় সময় কাটাতেন, ছোট থিও (ত্যাতন) তখন বাড়িতে মায়ের কাজে সাহায্য করতেন। খুব ভোরে ওঠে মায়ের সঙ্গে গির্জা যেতেন এবং খ্রিস্টযাগে সেবকের দায়িত্ব পালন করতেন। তার পরিবার ছিল যেন নাজারেথের ক্ষুদ্র পরিবার। তিনি ছিলেন খ্রিস্টের আদর্শের প্রতীক। আমরা এমন নেতাকে হারিয়েছি যিনি নিজের জীবন শান্তি, প্রেম, ভালবাসার জন্য দান করে গেছেন। পূণ্য পবিত্র মানুষ আধ্যাত্মিক গুরু চলে গেলেন পরম পিতার চরণতলে। শান্তির দূত স্বাধীনতা, মানবতার বিশ্বস্ত প্রবক্তা অসময়ে চলে গেছেন। তার আদর্শ, তার বাণী, জীবনদায়ী দৃষ্টান্ত, যা আমাদের আজও অনুপ্রেরণা দেয় শান্তির দূত হয়ে জীবন বিলিয়ে দেবার।

আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলী ছিলেন খুব নম্র অমায়িক, প্রার্থনাশীল, সাংস্কৃতিমনা ক্রিড়াপ্রেমী, সংগীত প্রিয় সহজ সরল এক ব্যক্তি। সংগীত অনুরাগী ছিলেন বলে তার প্রিয় ভাইপো নিপু গাঙ্গুলী, অপু গাঙ্গুলী, পিউস গাঙ্গুলী এবং ভাতিজি মায়া গাঙ্গুলীকে অতি স্নেহ ডোরে বেধে ছিলেন। নিজেও তিনি গান রচনা করেছেন এবং গেয়েছেন। নিপু ও অপু গাঙ্গুলী সংগীত জগতে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। তাদের সুরারোপিত গান গীতাবলী ও বিভিন্ন ক্যাসেট (CD) এবং অন্যন্য প্রচার মাধ্যমে অহরহ শুনতে পাওয়া যায়। আর তা ভীষণ আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করে সংগীত প্রিয় ভক্ত শ্রোতা। তারা আমেরিকা প্রবাসী বলে গতি ধারা স্তিমিত রয়েছে।

তার আকস্মিক মৃত্যুলগ্নে তার অত্যন্ত প্রিয় কনিষ্ঠ ভাইপো পিউস গাঙ্গুলী রমনায় বাধভাঙ্গা কান্নায় আকাশ বাতাস ভারী করে তোলে। তার অবুঝ মনের অসীম দুঃখ বেদনায় অবিরাম কান্নায় ভক্তজনতার নেত্র জল সংবরণ করা অতি কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। সকল আত্মীয়স্বজনভক্ত জনতাদের শোকের সাগরে ভাসিয়ে রেখে যান তিমির আধারে পরমপিতার স্নেহের আঁচলে অমৃতলোকে। যুগে যুগে মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে। তেমনি একজন ক্ষণজন্মা সন্ন্যাসব্রতী আদর্শবান পবিত্র ও ধার্মীক মহাপুরুষ ছিলেন আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলী। বাইসাইকেলে

চেপে তিনি ভাওয়াল ও আঠারগ্রাম অঞ্চলে অবস্থিত বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে পরিদর্শনে যেতেন। সাতান্ন বছরের ক্ষণজন্ম মহাপুরুষ ঈশ্বরের সেবক টি এ গাঙ্গুলীর পার্থিব জীবনের পরিসমাপ্তি হলে ও স্বর্গীয় জীবনে তিনি অমর হয়ে আছেন। তিনি অনন্তকাল দিবালোকের উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে আমাদের অণুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন। তিনি ছিলেন খ্রিস্টের আদর্শের প্রতীক। আমরা এমন নেতাকে হারিয়েছি যিনি নিজের জীবন শান্তি প্রেম ভালবাসার জন্য দান করে গেছেন। পুণ্য পবিত্র মানুষ আধ্যাত্মিক গুরু চলে গেলেন পরমপিতার চরণতলে। শান্তির দূত স্বাধীনতা, মানবতার বিশ্বস্ত প্রবক্তা অসময়ে চলে গেছেন। তার আদর্শ, তার বাণী, তার জীবনদায়ী দৃষ্টান্ত, যা আমাদের আজও অণুপ্রেরণা দেয় শান্তির দূত হয়ে জীবন বিলিয়ে দেবার।

আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় আছি ঈশ্বরের সেবক থেকে সাধু থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর ঘোষণা শোনার। সেদিন বোধ হয় খুব দূরে নয়। অনতিবিলম্বে বিশ্ব পিতা মহিমান্বিত করবেন স্বর্গের অগনন সন্তসাধুদের মাঝে সাধুশ্রেণীভুক্ত করে, সকল ভক্তজনের এটাই একান্ত প্রার্থনা ও ব্যাকুল প্রত্যাশা।

আনন্দ সুন্দর দিবসের তারা
হে মহান টি এ গাঙ্গুলী
স্বর্ণ জন্ম জয়ন্তী লগ্নে
লহোগো প্রণাম শ্রদ্ধাঞ্জলি।
মহা সিন্ধুর ওপারে বাতি ঘর জ্বালিয়ে
আলোকোজ্জ্বল এই অপরূপ ধরাধামে
নিরলস সেবায় প্রাণ করে গেলে দান।
পরম মমতায় সত্যনিষ্ঠ এক অপার প্রেমে।
হাসনাবাদের আকাশে গৌরবোজ্জ্বল নক্ষত্র তুমি
স্মৃতিগাথা রবে অমলিন
ভক্তি শ্রদ্ধা প্রেম পুষ্পাঞ্জলী।
সুর সৌরভে সুবাসিত তুমি বিশপ গাঙ্গুলী।
শতবর্ষের সোনালী জন্ম জয়ন্তী লগ্ন
মহা হরষে চির গৌরবে তাই মাতিল ভূবন
প্লাবিত বিশ্ব চরাচর
স্বাগত শুভেচ্ছায় এলো মাহেন্দ্রক্ষণ।
নম্রতার বসনে গৌরবান্বিত হে কুলপতি
আঁধার ঘরে জালিয়ে প্রদীপ
বিনম্র চিত্তে দেব অর্চনা ধূপারতি।
কৃপা লাভে বঞ্চিত না হই যেন
এই মোদের আকুল মিনতি।
শুভ দিনের মধুর লগ্নে দেব কি প্রেম উপহার
উজার করে দেব প্রাণের প্রীতি,
খুলে হৃদয় দুয়ার।
জীবনের স্মৃতিমালার প্রীতি বন্ধনে হৃদয়ে মম
রবে চিরদিন বিকশিত কুসুম সম
ছিলে তুমি মনের কোনে ছড়ায় সৌরভ
মরণ সাগর পাড়ে রেখে গেলে কীর্তি গৌরব।
তুমি রহ অহরহ মোদের স্মৃতিপটে পুষ্প বিরাজে
জয় জন্ম জয়ন্তী জয়
ওম্ শান্তিহো।

তথ্য সূত্র :

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে বিভিন্ন লেখকের লেখা থেকে সংকলিত।

হাসনাবাদ দিশারী সংঘের বার্ষিক সংকলন-২০১৯ "দিশারী" থেকে সংকলিত॥ ❑

বাড়ী ভাড়া (নীচতলা)

৩ রুম, ২ টয়লেট, ১টি বড় বারান্দা, ড্রয়িংসহ কাকরাইল-এ

যোগাযোগ

০১৭১৪০৯৫৫৫৬

বিপ্র/৪৬/২০

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ওয়াইডাব্লিউসিএ একটি অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী আন্তর্জাতিক নারী সংগঠন। বাংলাদেশ ওয়াইডাব্লিউসিএ-এর শাখা হিসাবে একটি ন্যায্য বৈষম্যহীন টেকসই শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের লক্ষে চট্টগ্রাম ওয়াইডাব্লিউসিএ কাজ করছে। বিশেষতঃ ধর্ম, বর্ণ ও জাতি নির্বিশেষে সমাজের পিছিয়ে পড়া সুবিধা বঞ্চিত নারী, যুব নারী ও শিশুদের ক্ষমতায়নের জন্য চট্টগ্রাম ওয়াইডাব্লিউসিএ দক্ষ, উদ্যমী ও যোগত্যা সম্পন্ন প্রার্থীদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত পদে আবেদনপত্র আহ্বান করা যাচ্ছেঃ

পদের নাম	**সহঃ সাধারণ সম্পাদিকা (অ্যাসিসটেন্ট জেনারেল সেক্রেটারী)।**
কর্ম এলাকা	**চট্টগ্রাম।**
পদের সংখ্যা	**১ জন (নারী প্রার্থী)।**
বয়স	**নূন্যতম ৩০ বৎসর।**
শিক্ষাগত যোগ্যতা	**যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ন্যূনতম স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রীধারী হতে হবে। অবশ্যই কোন স্বীকৃত খ্রিস্টীয় মণ্ডলীর সদস্য হতে হবে।**
অভিজ্ঞতা	**প্রার্থীকে অবশ্যই নারীর অধিকার ক্ষমতায়ন মূল্যবোধে বিশ্বাসী হতে হবে। কোন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে বা প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে কমপক্ষে ২-৩ বছরের কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে। কর্মসূচি পরিচালনা ও বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন এবং রিসোর্স মোবিলাইজেনশনে যুগোপযোগী জ্ঞান ও দক্ষতা থাকতে হবে। কর্মী ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংগঠনের সাথে কার্যকরী যোগাযোগের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।** **বাংলা ও ইংরেজীতে রিপোর্ট প্রস্তুত করার পারদর্শিতাসহ কম্পিউটার জ্ঞান থাকতে হবে।**

প্রয়োজনীয় তথ্যাদিঃ

- **প্রার্থীকে আবেদনপত্রের সাথে এক কপি জীবন বৃত্তান্ত, সম্প্রতি তোলা ১ (এক) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবিসহ জমা দিতে হবে।**
- **সম্পূর্ণ আবেদনপত্র আগামী *২৫ মার্চ, ২০২০* তারিখের মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে অথবা ইমেইল করুন এই ঠিকানায় susmita.hr.ywca@gmail.com। (খামের উপর পদের নাম উল্লেখ করতে হবে)।**
- **কেবলমাত্র প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রার্থীদের লিখিত/মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করা হবে।**
- **বেতন/ভাতাদি প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রদান করা হবে।**

হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজার
ওয়াইডাব্লিউসিএ অব বাংলাদেশ
৩/২৩, ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর
ঢাকা - ১২০৭

বিপ্র/৪৩/২০

আনন্দ বাতাস

নিকোলাস (সত্য) গমেজ

খ্রিস্টমণ্ডলীতে শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত প্রতিটি খ্রিস্টভক্তগণদের ঘর থেকে বের করে আনতে পারে কে? একমাত্র উপাসনালয়-গির্জাঘর। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকলকেই আসতে হবে এই পবিত্র উপাসনালয়-গির্জাঘরে। খ্রিস্টমণ্ডলী পরিচালনার কর্ণধার হচ্ছে পোপ মহোদয় তার প্রতিনিধি হচ্ছে কার্ডিনাল, আর্চবিশপ, বিশপ, ফাদার। আর আমরা হচ্ছি সাধারণ খ্রিস্টভক্তগণ। আমাদের সকলের অন্তরে খ্রিস্টীয় মনোভাব রয়েছে তাই আমরা খ্রিস্টবিশ্বাসী।

আমি আজ এমন একজন খ্রিস্টবিশ্বাসী ধর্মপ্রচারকের কথা বলবো যিনি ছিলেন নম্র ও বিনয়ী। শুধু তাই নয় তিনি ছিলেন দিব্যালোকে উজ্জ্বল নক্ষত্র, আলোর দিশারী প্রয়াত আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলী।

আপনারা জেনে খুশী হবেন যে, আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারী-২০২০ সালে তাঁর জন্ম শতবর্ষ পূর্তি (১০০ বছর জন্মবার্ষিকী) উদ্‌যাপন করা হবে। তাই হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর প্রতিটি খ্রিস্টভক্তের অন্তরে বয়ে যাচ্ছে 'আনন্দ বাতাস'। শুধু হাসনাবাদেই নয়, সারা বিশ্বে বয়ে যাচ্ছে তাঁরই আনন্দ বাতাস।

আমার জন্ম ২২ নভেম্বর, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে। আমি প্রয়াত আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুঁলীকে দেখেছি, বহুবার তাঁর আংটি চুম্বন করেছি ও তাঁর আশীর্বাদ নিয়েছি আর আমার বাল্যকালের কিছু স্মৃতি-কথা প্রয়াত আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলীর সম্পর্কে আপনাদের সাথে সহভাগিতা করছি।

শিশু শ্রেণী থেকেই আমার সাথে পিউস গাঙ্গুলী লেখাপড়া করেছে, আর সেই সুবাদে মাঝে মাঝেই ওদের বাড়িতে যেতাম। আর্চ বিশপ টি এ গাঙ্গুলী যখন বাড়িতে আসতেন তখন আরও বেশি কৌতুহল নিয়ে গাঙ্গুলী বাড়িতে যেতাম তার প্রধান কারণ ছিল ফাদার, বিশপ ও আর্চবিশপের পকেটে থাকতো লজেন্স (Chocolate)।

শুধু লজেন্স পাবার আশায় নয়-মালা, কাইতান ও যিশুর ছবি পাবারও আশায়। আরেকটি বিশেষ কারণ ছিল সেটা হচ্ছে আর্চবিশপের হাতের আংটি চুম্বন। যে চুম্বনে মনে হতো আমি একজন খাঁটি ও পবিত্র খ্রিস্টভক্ত হয়ে গেছি।

আমি দেখেছি তিনি যখন রাস্তা দিয়ে চলতেন তাঁর সাথে ডানে ও বামে দু'জন ডিকন বা সহকারী ফাদার থাকতেন। হাসনাবাদ ও মোলাশীকান্দা গ্রামের মাঝে যে খালটি আমরা দেখি সড়ক পার্শ্বে, সেখানে ছিল পাকা পুল। আমরা দূর থেকে দেখতাম সাদা কেসাক পড়া তিনজন অর্থাৎ বিশপ ও তাঁর সহকারীদের নিয়ে তিনি আসতেছেন তখন দূর থেকে মনে হতো যেন যিশু খ্রিস্ট আসতেছে।

আর আমরা নতমস্তকে ধীরে ধীরে তাঁর সামনে যেতাম, প্রথমেই যিশুতে প্রণাম

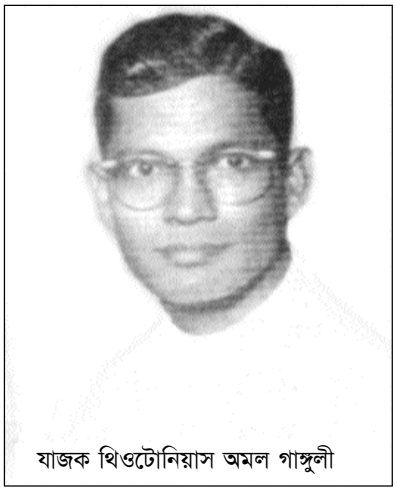

যাজক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী

দিতাম, তারপর তাঁর হাতের আংটি চুম্বন করতাম। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় এখনই আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছি কারণ সেই দৃশ্য ও সেই স্মৃতি কেন যেন ভুলতে পারছি না।

তাঁর কণ্ঠ ছিল কোমল, মুখে ছিল মিষ্টি হাসি, অমায়িক চেহারা, তাঁর উপদেশ সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনতেন কারণ তিনি যিশুখ্রিস্টের মত উদাহরণ দিয়ে উপদেশ দিতেন। তাঁর ছবি দেখলে এখনও মনে হয়, সেই মিষ্টি হাসি, তার নম্রতা ও বিনয়ীর ছাপ অঙ্কিত হয়ে আছে, আমার নজরে এখনও ভাসছে।

আনুমানিক ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের কথা- তিনি ঢাকা থেকে হেলিকাপ্টারে বান্দুরা সেমিনারীর ছাদে নেমেছিলেন। যখন শুনলাম হেলিকাপ্টারে আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলী আসতেছে তখন আমার জেঠাতো ভাই দিলিপ গমেজ আর আমি দৌড়াতে দৌড়াতে গিয়ে সেমিনারীর সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠলাম।

O my God! হেলিকপ্টারের ফ্যানের বাতাস আর বাতাস, তখন মনে হচ্ছিল আমাদের উড়াইয়া নিয়ে যাচ্ছে। সেই যে আনন্দ বাতাস, যা এখনও ভুলতে পারছি না। তাই সেই আনন্দ বাতাসের কথা মনে করে আজ প্রয়াত আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলীর সম্পর্কে দু'কলম লিখলাম আপনাদের জানাতে।

যাহা সত্যি তাহাই লিখলাম। আর যাহা জেনেছি তাহাও তুলে ধরলাম -

প্রয়াত আর্চ বিশপ টি এ গাঙ্গুলীর জন্ম ১৮ ফ্রেব্রুয়ারী, ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে। তিনি তাঁর মায়ের দ্বিতীয় সন্তান। প্রয়াত আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলীর নাম "থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী"। নামটা বড় হওয়াতে তাঁর মা সংক্ষেপে "থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী" না বলে- "ত্যাতন" বলে ডাকতেন - পাড়া পড়শীগণও সকলেই ফাদারকে "ত্যাতন ফাদার নামেই চিনতেন। আর্চবিশপের বাড়িতে ছিল অনেকগুলো ঘন বাঁশঝাড়- বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে দু'পায়ের চলার খুব সরু আঁকাবাঁকা পথ। তা ছিল বন-জঙ্গলে ভরা লতা পাতায় ছেয়ে থাকতো সারা বছর।

আর্চবিশপ সাদাসিধে গো-বেঁচেরা- বাসন মাজা, ঘর ঝাড়, পিড়া লেপা, মাছ কোটা হতে গির্জার পুকুর হতে পানি এনে সব ধরণের কাজে মাকে সে সাহায্য করতেন। ভোরে প্রতিদিন তিনি গির্জায় মিশায় যেতেন এবং সেবক হতেন। তখন পাল-পুরোহিত ছিলেন গোয়ান ফাদার ইসিদোর ডি' কস্তা। এই ফাদারেরই প্ররোচনায় একদিন যুবক প্রয়াত আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলী ঢুকলেন বান্দুরা সেমিনারীতে। আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলী লেখা-পড়ায় ছিলেন প্রথম। বান্দুরা স্কুলে তাঁর রেখে যাওয়া পরীক্ষার নম্বর কেউ অতিক্রম করতে পারেনি। সময়ের পরিক্রমায় তিনি গঠন প্রশিক্ষণ শেষ করে যাজক হন এবং পবিত্র ক্রুশ সংঘে প্রবেশ করেন। সারা বিশ্বে প্রয়াত আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলী ছিল প্রথম বাঙালি বিশপ।

যখন তিনি ঢাকা রমনাতে ছিলেন, তখন ঢাকায় আমাদের আঠারগ্রামের অনেকেই কলেজের হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করতো। অত্র এলাকার বেশিরভাগ খ্রিস্টানগণ কৃষি কাজে লিপ্ত ছিলেন আর অনেকে কাজ করতেন ভারতের বোম্বে, দিল্লী ও কলিকাতার বিভিন্ন হোটেল, রেস্টুরেন্টে। তাই স্বল্প অর্থে এখানকার ছেলেদের কলেজ পড়া অনেক কষ্ট হতো। ছাত্রদের দুঃখের কথা জেনে বিশপ গাঙ্গুলী প্রথম দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের ব্যবস্থা করেছিলেন। অল্প-অল্প করে ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ করা যেতো।

সিস্টারদের জন্য তিনি পাবনার মথুরাপুর মিশন ও চট্টগ্রামের সিস্টারদের থাকার জন্য

দালান, ঢাকা আসাদগেটের যে বিরাট-বিরাট দালান, নটরডেম কলেজের আঙ্গিনাতে যে মার্টিন হল ও তার আশে-পাশের যে জায়গা তা টি এ গাঙ্গুলীর দূরদর্শিতারই ফলাফল।

তখনকার পাক আমলের শাসক আয়ুব খান ও তার বিশ্বস্ত গর্ভনর মোনায়েম খানের আপত্তির বিরুদ্ধে নম্রভাবে বিনয়ের সাথে অথচ দৃঢ় কঠিন ইস্পাতের মত মন নিয়ে দাঁড়িয়ে ঐ সময়ে, ঐ যুগে তিনি যে তার নিজের দিক নিদের্শনাতে নিজেই জয়ী হয়ে এসেছিলেন।

বাংলার আকাশে এ যাবৎকালে যত মহাপণ্ডিতদের আর্বিভাব হয়েছে তাদের মধ্যে এই টি এ গাঙ্গুলীও একজন। গুছিয়ে কথা বলা যে একটা আর্ট, এটা একটা শিল্প, এটা শিখতে হলে বিশপ গাঙ্গুলীর বক্তৃতাগুলো শুনলেই বুঝা যেত। এটা সাহজ সাধ্য নয়। আসলে এটা ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

আর্চবিশপের বক্তৃতায় থাকতো যুক্তি, থাকতো নানা বর্ণনায় ভরা। তিনি আরও বলতেন মৃত্যু সৃষ্টি করেছে শয়তান। আর জীবন সৃষ্টি করেছে ঈশ্বর। তাই জীবনের সামনে মৃত্যু সামান্য। সুতরাং মৃত্যু সত্য নয়, জীবনই সত্য। এগুলো ছিল টি এ গাঙ্গুলীর উপদেশ দেওয়ার ধরণ।

তাঁর বুদ্ধি ছিল প্রখর আয়ুব খান আর মোনায়েম খানের শাসনামলে গির্জা তোলার জন্য দু'তলা টিনের ঘর তুলতে গেলে কারণ দর্শাতে হত। এটাই ছিল পাকিস্তানিদের নিয়ম। কিন্তু বৈরি পারিবেশেও আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলী নিয়মের মধ্য দিয়ে অনুমতি আনা তার কোন কঠিন কাজ ছিল না। কেননা তিনি কথা বলার আর্ট জানতেন তাঁর কথায় ছিল যাদু।

তিনি নটরডেম কলেজের সীমানা বাড়িয়ে তোলার অনুমতি, আসাদগেটের জমি, গ্রীণ হেরাল্ড স্কুল, পার্বত্য চট্টগ্রামের গির্জার জমি ক্রয়ের অনুমতি মোনায়েম খানের আমলেই হয়েছিল। আজ হয়ত সম্ভব নয়।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি। তার মধ্যে খ্রিস্টান ছিল সংখ্যালঘু। আর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মহান-যুদ্ধে খ্রিস্টানদের পক্ষ হয়ে তিনি গর্ভনরের সাথে কথা বলেছেন যাতে খ্রিস্টানদের উপর যেন অত্যাচার না হয়।

তিনি প্রতিটি ধর্মপল্লী তথা খ্রিস্টমণ্ডলীকে নিজের পরিবার বলে মনে করতেন। তিনি সাইকেল চালাতেন আর তার কাঁধে থাকতে ঝুলানো কাপড়ের ব্যাগ। তিনি বলতেন- আমি ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেরুচ্ছি যাতে আমার খ্রিস্টমণ্ডলী আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি।

আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন- এত সম্বোধন থাকা সত্ত্বেও আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলীকে কেন নম্র ও বিনয়ী সম্বোধন দেওয়া হয় এর পিছনে রহস্য রয়েছে। বাইবেলে লেখা আছে- যারা নিজেকে ছোট করবে, তারা বড় হবে আর যারা নিজেকে বড় মনে করবে, তারা ছোট হবে। তিনি আর্চবিশপ হওয়ার পর কোন এক মিশনে যাবেন সেখানে হাজারও খ্রিস্টভক্ত ফুলের তোড়া, ফুলের মালা নিয়ে তাকে সম্বর্ধনা দেওয়া জন্য সবাই রাস্তার দাঁড়িয়াছে। দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেছে তিনি আসতেছেন না। পরে সকলে জানতে পারলেন তিনি গির্জার সামনে দিয়ে না গিয়ে, গির্জার পিছন দিয়ে প্রবেশ করেছেন কারণ তিনি নিজেকে অনেক সাধারণ মানুষ মনে করতেন। আসলে তিনি সাধারণ মানুষ নয়, তিনি হচ্ছেন মহান।

পরিশেষে, আবারও বলছি- আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারী- ২০২০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্মশতবর্ষ পূর্তি (১০০ বছর জন্মবার্ষিকী) উদ্‌যাপন করা হবে। তাই আমার হৃদয় বলছে হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর প্রতিটি খ্রিস্টভক্তের অন্তরে বয়ে যাচ্ছে 'আনন্দ বাতাস'। শুধু হাসনাবাদেই নয়, সারা বিশ্বে বয়ে যাচ্ছে তাঁরই আনন্দ বাতাস। আমাদের সকলের প্রার্থনা তিনি যেন অতি শিঘ্র সাধু বলে ঘোষিত হয়, সেই প্রার্থনা আমরা যেন প্রতিনিয়ত করি॥ ❑

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা

হেড: ফা: চার্লস জে ইয়াং ভবন, ১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরীবাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫,
ফোন: ৯১২৩৭৬৪, ৯১৩৯৯০১-২, ৫৮১৫২৬৪০, ৫৮১৫৩৩১৬ ফ্যাক্স: ৯১৪৩০৭৯
ই-মেইল: cccu.ltd@gmail.com, ওয়েব সাইট: www.cccul.com,
অনলাইন নিউজ: www.dhakacreditnews.com, অনলাইন টিভি: dctvbd.com

ক্যারিয়ার প্ল্যানিং ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা 'দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা' এর সম্মানিত সকল সদস্য, কর্মকর্তা, কর্মী ও সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, শনিবার, বিকাল ৪টায় সমিতির বি কে গুড কনফারেন্স হলে (১৭৩/১/এ, পূর্বতেজতুরীবাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে **'ক্যারিয়ার প্ল্যানিং ওয়ার্কশপ'**-এর আয়োজন করা হয়েছে।

উক্ত ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করার জন্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। উক্ত ওয়ার্কশপে সরকারি ও বেসরকারি সাবেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ বক্তব্য রাখবেন।

উল্লেখ্য, ২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ০১৭০৯৮১৫৪০৫ নম্বরে যোগাযোগ করে নাম নিবন্ধন করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

পংকজ গিলবার্ট কস্তা
প্রেসিডেন্ট
দি সিসিসিইউ লিঃ, ঢাকা।

ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া
সেক্রেটারি
দি সিসিসিইউ লিঃ, ঢাকা।

বিপ্র/৪৪/২০

ত্যাতনের শৈশব জীবন

ইছামতি নদীর তীরে হাসনাবাদ গ্রামে এক ধার্মিক দম্পতির কোল জুড়ে এক ফুটফুটে শিশুর জন্ম হয়। তার দাদী আদর করে তার নাম রাখল ত্যাতন। শিশুটি ত্যাতন নামেই সবার কাছে পরিচিতি লাভ করল। সমবয়সী অন্যান্য বালকদের চেয়ে সে ছিল গৌরবর্ণ ও অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রীর অধিকারী। তার শান্ত ও বিনম্র ব্যবহার, ধর্মভীরুতার মত বৈশিষ্ট্যসমূহ তাকে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ও ভালবাসার যোগ্য করে তুলেছিল। তার সমবয়সী ছেলে-মেয়েরা যখন হৈ-হুল্লোর করে খেলাধূলা করত বা ইছামতি নদীর তীরে ঘুড়ি উড়িয়ে বেড়াত, তখন ত্যাতন বাড়িতে তার মায়ের গৃহস্থালি কাজে সাহায্য করত। ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠে ঘর ঝাড়ু দিত, মায়ের সাথে গির্জায় যেত এবং খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করত। খ্রিস্টযাগে সে প্রায়শই সেবকের দায়িত্ব পালন করত এবং পুরোহিতদের প্রতিটি কাজ অনুসরণ করা চেষ্টা করত। সে মনে-মনে পুরোহিত হবার বাসনা পোষণ করত এবং সেইমত জীবন যাপন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করতো। বাড়ি ফিরে মা-কে নাস্তা বানাতে সাহায্য করতো। তারপর নাস্তা খেয়ে সে স্কুলে যেত।

ত্যাতনের মা কমলা গাঙ্গুলীর খ্রিস্টীয় গুণাবলী তার পরিবারটিকে একটি আদর্শ পরিবার হিসেবে গড়ে তুলেছিল। তিনি ত্যাতনকে সকাল-সন্ধ্যা প্রার্থনা করা এবং ব্রতধারি-ব্রতধারিনীদের প্রতি গুরুভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের শিক্ষা ও উপদেশ দিতেন। ত্যাতনের বাবা নিজে বেশি পড়াশুনা না করতে পারলেও তিনি তার সন্তানের পড়ালেখার বিষয়ে দারুণ আগহী ছিলেন। তাই তিনি তাকে নিকটবর্তী বান্দুরা স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। বর্ষাকালে গ্রামের চারপাশ বন্যায় প্লাবিত হলে ত্যাতন নৌকায় করে অন্যান্য ছাত্রদের সাথে দলবেঁধে স্কুলে যেত। সে ক্লাশে বরাবরই প্রথম হতো। ইংরেজী, অংক এবং বাংলায় সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ায় বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সে বিশেষ পুরস্কার লাভ করতো। তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, কর্তব্যনিষ্ঠা ও নম্রতা সকলকে মুগ্ধ করতো। এছাড়াও তার উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর জন্য স্কুলে তাকে বহুবার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ সকলের কাছে ত্যাতন ছিল চোখের মণি। সকল প্রতিকূলতা জয় করে ত্যাতন অত্যন্ত মেধাবী এবং ভদ্র ছাত্র হিসেবে সুখ্যাতি লাভ করে।

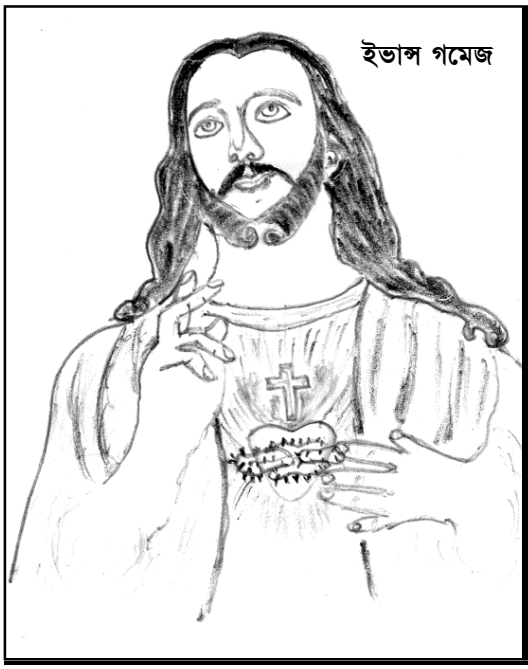

ত্যাতন শুধু লেখাপড়াতেই নয়, গান-বাজনা, নাটক ও আবৃত্তিতেও সমান পারদর্শী ছিল। তার গানের গলা ছিল চমৎকার এবং অভিনয়েও অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়াকালীন আর্থিক অবস্থার অবনতির ফলে পড়ালেখা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলে তার শিক্ষকের সহযোগিতায় ত্যাতন তা চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ত্যাতনের বয়স অল্প হলেও তার সাহস ও মনোবল ছিল প্রশংসনীয়। জীবনের দুর্গম পথে চলতে গিয়ে বহুবার ত্যাতনকে হোঁচট খেতে হয়েছে কিন্তু সে থেমে থাকেনি। তার সংকল্পবদ্ধ মনোভাব তাকে সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। এভাবেই ত্যাতন তার পিতা-মাতা এবং পাড়া-প্রতিবেশিদের ভালবাসা ও স্নেহের ছায়ায় আদর্শ বালকরূপে বেড়ে উঠতে লাগল।

ছোট্টবন্ধুরা, ত্যাতনের মাধ্যমে আমরা দেখলাম একজন আদর্শ বালকের কেমন হওয়া উচিৎ। তোমাদেরও উচিৎ ত্যাতনের মতো মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করা, শান্ত ও ভদ্রতার পরিচয় দেয়া, ক্লাসে প্রথম হতে না পারলেও প্রথম হওয়ার আদর্শকে ধারণ করা। তাই এই আদর্শকে ধারণ করতে হলে তোমাদের হতে হবে নম্র, ভদ্র এবং পিতা-মাতা, গুরুজনসহ সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

অনুলিখনে : জাসিন্তা আরেং

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: বার্নার্ড স্বপন গমেজ; বাংলাদেশ মণ্ডলীর গৌরব আর্চবিশপ গাঙ্গুলী (pg. 1-7)

তোমার জন্মশত বার্ষিকীতে

জেমস গমেজ (আদি)

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
তোমার জন্মশত বার্ষিকী
তোমায় জানাই অজস্র প্রণাম
ও প্রাণঢালা শ্রদ্ধাঞ্জলি।
ইছামতি নদীর পাশ্ববর্তী তীরে
হাসনাবাদ গ্রামে জন্মেছিলে তুমি
কমল ও রোমানা গাঙ্গুলীর ঘরে।
শুনেছি তুমি ছোটবেলা থেকেই
নম্র ও বিনয়ী ছিলে।
শুনেছি তুমি ম্যাট্রিক পরীক্ষায়
প্রথম বিশজনের মধ্যে স্থান রেখেছিলে।
শুনেছি তুমি আমেরিকার নটর ডেম
ইউনিভার্সিটি থেকে
পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেছিলে।
শুনেছি তুমি ঢাকার নটর কলেজের
প্রথম বাঙালি অধ্যক্ষ হিসেবে।
দেখেছি তোমায় প্রথম বাঙালি বিশপ ও
আর্চবিশপ রূপে।
তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে তোমার কাছ
থেকে গ্রহণ করেছিলাম প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ।
আজ আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।
তুমি বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।
তুমি বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর এক দিনের তারা।
তুমি বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর এক নম্র ও
বিনয়ী মেষপাল।
তুমি বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর সকল
খ্রিস্টভক্তের শ্রদ্ধার পাত্র।
তুমি মাতামণ্ডলীর হবে নতুন এক সাধু
থিওটোনিয়াস গাঙ্গুলী।
আজ তোমার জন্মশত বার্ষিকীতে
লহো প্রণাম আর প্রণাম॥

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

ভাতিকান সিটির ৯১ বছরে পদার্পণ

অনেকের কাছে, ভাতিকান সিটি ও 'হলি সি' সমার্থক মনে হলেও আসলে তা নয়। ভাতিকান সিটি বলতে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সার্বভৌম রাষ্ট্রকে বুঝায় যা ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর 'হলি সি' বিশ্বব্যাপী কাথলিক মণ্ডলী পরিচালনার কেন্দ্রীয় একটি আইনগত সত্তা যা খ্রিস্টীয় আদি যুগ থেকেই রয়েছে। ভাতিকান সিটি ইতালির রাজধানী রোমের মধ্যে অবস্থিত একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। মাত্র ০.৪৪ বর্গকিলোমিটার এলাকাটি ৩.২ কিলোমিটারের ঘেরের মধ্যে আবদ্ধ। বলা হয় ৬১টি স্ট্যাণ্ডার্ড ফুটবল মাঠের সমতুল্য এই সিটি রাষ্ট্রের পরিধি। ভাতিকান সিটি টিবের নদীর দক্ষিণ পার্শ্বে প্রাচীন ভাতিকান ছোট পাহাড়ে অবস্থিত। ভাতিকান সিটির ইতিহাস খ্রিস্টধর্মের এবং ইতালিয়ান রাজ্য ও প্রজাতন্ত্রের ইতিহাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ৩০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খ্রিস্টধর্ম নির্যাতন নিপীড়নের মধ্য দিয়ে যায়। সম্রাট নিরোর সময় অনেক খ্রিস্টভক্ত সাহসের সাথে সাক্ষ্য মৃত্যুবরণ করেন, যার সাক্ষ্য চিরকুস মাক্সিমুসে এখনও বর্তমান। যিশুর প্রেরিতশিষ্য পিতরকে রোমে হত্যা করা হয় এবং চিরকুসের উত্তর পার্শ্বে সমাধিস্থ করা হয়। সম্রাট কন্সটেনটাইন রাজত্ব (৩০৬-৩৩৭) শুরু করলে খ্রিস্টধর্মসহ অন্যান্য ধর্মগুলো (৩১৩) স্বাধীনভাবে চর্চা করার সুযোগ লাভ করে। তিনিই প্রেরিতশিষ্য পিতরের সমাধিস্থলে নয়নাভিরাম বিশাল বাসিলিকা তৈরি করেন। যার ফলে অনেকে সেখানে সমাগম শুরু করে। পরবর্তীতে ১৬ ও ১৭ শতাব্দীতে একটু স্থানান্তরিত হয়ে বর্তমান সাধু পিতরের বাসিলিকাতে রূপান্তরিত হয়। ৩৮০ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট থিওডোসিয়াস খ্রিস্টধর্মকে রোমান সাম্রাজ্যেও অফিশিয়াল ধর্ম বলে গ্রহণ করেন। ফলশ্রুতিতে খ্রিস্টধর্ম সামাজ্যের সকল স্থানে এবং আশেপাশে বিস্তৃত হওয়া শুরু করে। মধ্যযুগের শুরুতে তা অব্যাহত থাকে। মধ্যযুগ থেকে পরবর্তী সময়ে দক্ষিণ ও সেন্ট্রাল ইউরোপে রোমান সাম্রাজ্যের শক্তি হ্রাস পেতে থাকে। তাই কাথলিক মণ্ডলীর আধিপত্য শুধুমাত্র পশ্চিম ইউরোপে বিদ্যমান থাকে। তখন পোপ মহোদয় অনেক বৈষয়িক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ইতালির উপকূলীয় পোপীয় বা মণ্ডলীর রাষ্ট্রগুলো ৮ম শতাব্দী থেকে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীন সার্বভৌম হিসেবে সরাসরি পোপ দ্বারা পরিচালিত হতো। ১৯ শতকে ইতালিতে রাজনৈতিক, বুদ্ধিজীবী ও সামাজিক আন্দোলনের পুনরুত্থান ঘটলে ইতালির একত্রীকরণের বিষয়টি গুরুত্ব পায়। পোপীয় রাষ্ট্রগুলো ইতালি সাম্রাজ্যের অধীনে আসার বিষয়টি উত্থাপিত হয়। এমনিভাবে মণ্ডলী ও রাষ্ট্রের মধ্যে টানাপোড়েন শুরু হয়। ঐ সময়ের পোপ নবম পিউস নিজেকে ভাতিকানের বন্দী বলে মনে করতে থাকেন এবং তিনি ৬০ বছর ভাতিকান ত্যাগ করতে এবং ইতালি সাম্রাজ্যেও কর্তৃপক্ষের অধীনতা ত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। অবশেষে এই দ্বন্দ্ব দূরীভূত হয় ফেব্রুয়ারি ১১, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে 'লাতেরান চুক্তি' সম্পাদনের মধ্য দিয়ে। 'হলি সি' ও ইতালি সাম্রাজ্যের মধ্যে এ চুক্তি হয়। এ চুক্তির মধ্য দিয়েই ভাতিকান সিটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত হয় এবং রোমান কাথলিক মণ্ডলী ইতালিতে বিশেষ মর্যাদার আসীনে পৌছায়। তাই ১১ ফেব্রুয়ারি হলো ভাতিকান সিটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। ২০২০ খ্রিস্টাব্দে ১১ ফেব্রুয়ারিতে তা ৯১ বছরে পদার্পণ করেছে।

পোপ ফ্রান্সিসের সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাক্ষাৎ

ইতালি সফরের তৃতীয় দিনে স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (৬ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৯টায় ভাতিকান সিটিতে পোপ ফ্রান্সিসের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম বলেন, ইতালির রাজধানী রোমের কাছে অবস্থিত ভাতিকান সিটিতে পোপের সাথে দেখা করতে যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী সেখানে কিছু সময় অবস্থান করেন ও পোপের সাথে কুশল বিনিময় করেন। এই সাক্ষাৎটি ব্যক্তিগত সৌজন্য সাক্ষাৎ বিধায় প্রধানমন্ত্রী ছাড়া মাত্র ৫জন পোপ মহোদয়ের কাছে যেতে পারেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ছোটবোন শেখ রেহানা, মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ হোসেন, সংরক্ষিত মহিলা আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকারসহ আরো দু'জন কর্মী সে সুযোগ লাভ করেন।

- ছবি: news.va

তুমি নিমন্ত্রিত

তুমি কি একজন অবলেট সন্ন্যাস-ব্রতী যাজক হতে চাও?

- তোমার ব্যক্তিগত কোন সম্পদ থাকবে না কিন্তু তোমার জীবন ভরে উঠবে অমূল্য সম্পদে।

- তোমার নিজের বলে কোন সময় থাকবে না, কিন্তু তোমার জীবন হবে পূর্ণ।

ব্রতজীবন একটি আহ্বান, একটি চ্যালেঞ্জ, একটি নিমন্ত্রণ, আরও অর্থপূর্ণ জীবনের জন্যে, দীন-দরিদ্রের মাঝে সুখবর প্রচারের জন্য।

যদি তুমি হ্যাঁ বল......
তবে এই নিমন্ত্রণ গ্রহন কর।

তুমি কি অবলেট হয়ে জনগণ তথা ঈশ্বরের জন্য কাজ করতে চাও?
তুমি কি এসএসসি, এইচএসসি কিংবা ডিগ্রী পর্যায়ে পড়াশুনা করছো?

বাংলাদেশ অবলেট সম্প্রদায়ের ফাদারগণ প্রতি বছরের মতো এই বছর **"এসো দেখে যাও"**এর প্রোগ্রামের দিন ও তারিখ নির্ধারণ করেছেন, **১১ মার্চ হতে ৭ এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত**, অনুষ্ঠিত হবে ঢাকা এবং সিলেট ধর্মপ্রদেশের মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়ায় লক্ষীপুর মিশনে হবে। উল্লেখ্য যে, "এসো দেখে যাও" প্রোগ্রামে যে সকল যুবক যোগদান করবে তাদের জন্য "খ্রীষ্টিয় গঠন প্রশিক্ষণ কোর্স" আয়োজন করা হবে। যদি কোন যুবক নিজ ধর্মপ্রদেশে "খ্রীষ্টিয় গঠন প্রশিক্ষণ কোর্স" শেষ করে আসে আমরা তাদেরকে সাদর গ্রহণ করব। সেই সাথে যারা বিভিন্ন কারণে যোগ দিতে পারবে না, অনুরোধ করা হচ্ছে ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে।

আগমনঃ ১১ মার্চ বুধবার, সন্ধ্যা ৫ টার মধ্যে

স্থানঃ অবলেট জুনিওরেট, ২৪/এ, আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

তাহলে যোগাযোগ করঃ-

পরিচালক
ফাদার জনি ফিনি ওএমআই
মোবাইলঃ ০১৭৪১-৮১৬৪৩২

আহ্বান পরিচালক
ফাদার পিন্টু কস্তা ওএমআই
মোবাইলঃ ০১৮৪৮-১৫৬৬৭০,
০১৭৪২২৪৯২৪২

বিপ/৪৭/২০

নাগরীর পানজোরায় পাদুয়ার সাধু আন্তনীর তীর্থ : খ্রিস্টবিশ্বাসীদের এক ভক্তিময় মিলনোৎসব

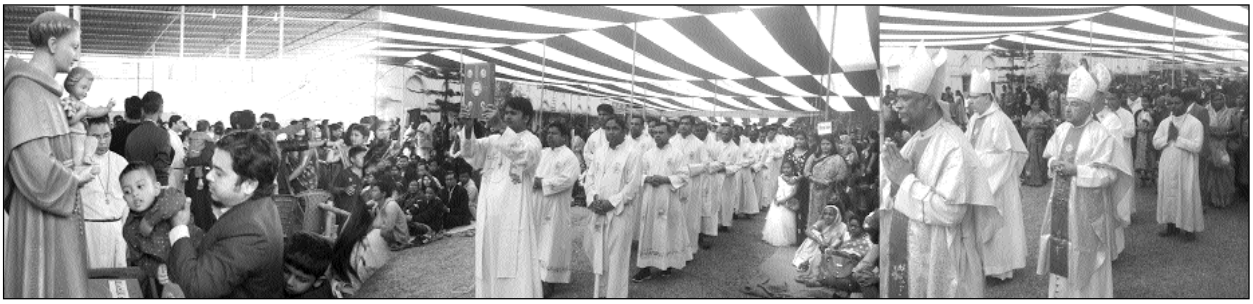

সাগর এস কোড়াইয়া ▮ পানজোরায় পাদুয়ার সাধু আন্তনীর তীর্থকে ঘিরে বাংলাদেশের খ্রিস্টবিশ্বাসীদের সবচেয়ে বড় জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। এবারেও গত ৭ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার, অনুষ্ঠিত এ পর্বে দেশ-বিদেশ থেকে ৪০ হাজার ভক্ত সাধু আন্তনীর মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের কৃপা যাচ্না করেছেন এবং ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার ঢালি নিবেদন করেছেন মানত পূরণ হওয়ার জন্য। দিন-দিন এই মহান সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসবের পরিসর বৃদ্ধি ও খ্রিস্টবিশ্বাসীদের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উপস্থিতি মনে করিয়ে দেয় তিনি ছিলেন যিশুর সান্নিধ্য উপলব্ধি করা এক বিশ্বাসী মহাপুরুষ। এই মহান সাধুর তীর্থ বিভিন্ন স্থানের খ্রিস্টবিশ্বাসীদের ও বিভিন্ন ধর্মের মানুষকে মিলিত করেছে একটি স্থানে। তাইতো তীর্থোৎসবের সাথে-সাথে পানজোরার সাধু আন্তনীর তীর্থ হয়ে ওঠেছে এক ভক্তিময় মিলনোৎসব। এই মিলনোৎসবের এবারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় 'গৃহমণ্ডলী: দীক্ষিত ও প্রেরিত'।

অন্যান্য বছরের ধারাবাহিকতায় এবারও দু'টি খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৭টায় প্রথম খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারী বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ এবং উপদেশ বাণী রাখেন এমিরিটাস বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি। দ্বিতীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন মহামান্য কার্ডিনাল ও ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি। তাকে সহায়তা করেন ঢাকায় নিযুক্ত পুণ্যপিতার প্রতিনিধি আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী, কানাডা থেকে আগত বিশপ খ্রিস্টিয়ান, বিশপ শরৎ গমেজ ও বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি। সেই সঙ্গে পূণ্যবেদীতে দু'টি খ্রিস্টযাগে প্রায় পঁচাত্তর জন যাজক উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্রাদার ও সিস্টারগণও উপস্থিত ছিলেন।

পবিত্র খ্রিস্টযাগের শুরুতেই পূণ্যবেদী মঞ্চের সম্মুখে হাজারো ভক্তের নিরবতায়, গানের সুরে, আরতি দলের ভক্তি নৃত্যের তালে, শান্তি-সম্প্রীতির নানা রঙের প্রতীকি পতাকা বহন করে শোভাযাত্রা এবং কার্ডিনাল মহোদয়ের পাদুয়ার সাধু আন্তনীর গলায় পুষ্পমাল্য ও ধূপারতিদানের মধ্য দিয়ে পূণ্যবেদীতে উপবিষ্ট হন। খ্রিস্টযাগ শুরুতে নাগরী ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার জয়ন্ত এস গমেজ সকলকে শুভেচ্ছা জানান ও নিরব হয়ে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করার আহ্বান করেন।

উপদেশ বাণীতে ঢাকার আর্চবিশপ কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি বলেন, সাধু আন্তনী ছিলেন জ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান মানুষ। তিনি সাধারণ ভাষায় কথা বলতেন। তার কথায় জ্ঞান, গর্ব প্রকাশ পেতো না। তিনি কার কী প্রয়োজন, শ্রোতাদের সেই অনুসারে কথা বলতেন, শিক্ষা দিতেন।

পবিত্র খ্রিস্টযাগে উপদেশ বাণীতে কার্ডিনাল মহোদয় বিশেষভাবে আহ্বান করেন যাতে করে পরিবারগুলোতে ধর্মশিক্ষা জোরদার করা হয়। পিতা-মাতাগণ যেন জীবনসাক্ষ্যের মধ্য দিয়ে সন্তানদেরকে ধর্মশিক্ষা দান করেন। আর এমনিভাবেই আমরা যিশুর শিক্ষায় দীক্ষিত হয়ে ওঠতে পারবো।

পবিত্র খ্রিস্টযাগের শেষ আশীর্বাদের পর কানাডা থেকে আগত বিশপ খ্রিস্টিয়ান ও ভাতিকানের রাষ্ট্রদূত আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী উপস্থিত সকলকে শুভাশিস জানান ও অনুভূতি ব্যক্ত করেন। এরপর পাল পুরোহিত ও তীর্থ উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক ফাদার জয়ন্ত এস গমেজ উপস্থিত সকলকেই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। খ্রিস্টযাগ শেষে কার্ডিনাল, আর্চবিশপ, বিশপগণ শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে দেশ, সমাজ ও মণ্ডলীর জন্য শান্তি কামনা করেন ও উপস্থিত সমাবেশের জন্য শান্তি আশীর্বাদ দান করেন।

মহান সাধু আন্তনীর প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় সকলেই কোন না কোন মানত বা প্রার্থনা নিবেদন করে থাকেন। এবারেও হাজারো ভক্ত পানজোরাতে ছুটে এসেছিল দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। তাদের কয়েকজনের অনুভূতি ও উপলব্ধিতে ২০২০ খ্রিস্টাব্দে পানজোরাতে পাদুয়ার সাধু আন্তনীর তীর্থ:

মিসেস বন্যা রত্ন গাজীপুরের কালিয়াকৈর এলাকার বাসিন্দা। তিনি বলেন ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস রেখে সাধু আন্তনীর কাছে কিছু চাইলে কিছু না কিছু পাবো - এ কারণেই প্রতি বছর এসে থাকি এবং পাই বলেই আমরা এসে থাকি। এবারেও আমরা আমাদের এলাকা থেকে ১৩ জন এসেছি এবং আমরা জিরানী মিশনের আওতাধীন। এতো বড় পরিসরে তীর্থের শান্ত পরিবেশ তাদের কাছে বিস্ময়কর মনে হয়।

মিসেস লিনা মার্লিন ঢালী এসেছেন ঢাকার খিলক্ষেত থেকে। তিনি বলেন, আমি প্রতিদিনই সাধু আন্তনীর নিকট প্রার্থনা করি, প্রতি মঙ্গলবার নভেনা করি। আর যে উদ্দেশ্য নিয়েই প্রার্থনা করেছি এ যাবৎ তা পেয়েছি। আজকেও এসেছি সাধু আন্তনীকে ধন্যবাদ জানাতে, আমার পরিবারের জন্য, খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রত্যেকের জন্য। তিনি সামগ্রিক পরিবেশ সম্পর্কে ভালো বলার পাশাপাশি আরও একটু নিরবতা পালন করা হলে ভাল হতো বলে জানান।

ধরেণ্ডা ধর্মপল্লীর কমলাপুর গ্রামের হেলেনা পালমা। বয়স ৮৭ অধিক। বয়স তাকে থামিয়ে রাখতে পারেনি সাধু আন্তনীর এই তীর্থে অংশগ্রহণ থেকেই। ভাইস্তা ও ভাইস্তা বৌয়ের সহায়তায় এবারেও এসেছেন তিনি। তীর্থে অংশগ্রহণ না করাটা তার কাছে অস্বাভাবিক এবং কিছুটা অপরাধের মতই। কেন তীর্থে আসেন জিজ্ঞাসা করলে তিনি খিলখিল করে হেসে ওঠে অবাক হয়ে বলেন - এখানে আসবো না চিন্তাই করতে পারি না। আমি লুদুরিয়ার মেয়ে। আগেও আসতাম এখনো আসছি এবং যতদিন বাঁচি ততদিন আসবো। সাধু আন্তনীই আমাকে শক্তি দিবেন।

আমেরিকা প্রবাসী আন্তনী ভক্ত পল রোজারিও ২০ বছর পর পানজোরায় সাধু আন্তনীর তীর্থ করতে এসেছেন। ইতোমধ্যে তিনি ইতালির পাদুয়ায় দুইবার তীর্থে গিয়েছেন। কিন্তু নাগরীর পানজোরাতে এতো মানুষের সমাগম দেখে তিনি অভিভূত। এতো মানুষের ভক্তি দেখে তিনি অনুরোধ করেন পানজোরাকে তীর্থমন্দির (Shrine) হিসেবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করতে ও এর অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে।

ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের দরগাচালা ধর্মপল্লীর যুবক তুষার চাম্বুগং এসেছেন ভাইবন্ধুদের সাথে সাধু আন্তনীর তীর্থে। তিনি এসেছেন মানসিক ও শারীরিক রোগ মুক্তির জন্য। যা তিনি আগেও লাভ করেছেন।

চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের নোয়াখালী ধর্মপল্লীর স্থায়ী বাসিন্দা খ্রিস্টফার কুইয়া জানান, তিনি প্রতি বছরই সাধু আন্তনীর তীর্থে আসেন। মনে শান্তি আসে এবং উপাসনার সবকিছুই তার ভাল লাগে। মা-বাবা, স্ত্রী-সন্তানসহ এবছরও অংশ নিয়েছেন। নাগরী ধর্মপল্লীবাসীর আতিথেয়তা দারুন লেগেছে বলে জানিয়েছেন।

ফাদার সেরাফিন সরকার এসেছেন খুলনা ধর্মপ্রদেশ থেকে। তীর্থে খ্রিস্টভক্তদের ভক্তি-বিশ্বাস তাকে বেশ আকৃষ্ট করেছে। খ্রিস্টভক্তদের দেখে তিনিও জীবনের নবায়ন ঘটাতে এ তীর্থে এসেছেন। তিনি চান তীর্থকে ঘিরে মানুষের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা আরো বৃদ্ধি পাক।

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের পাগাড়ের অধিবাসী পিউস গমেজ, সাধু আন্তনীর তীর্থের নয়দিনের নভেনাতেই অংশগ্রহণ করেছেন এবং বিভিন্ন সহযোগিতা করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করেছেন, পেয়েছেন অন্তরে তৃপ্তি। যারা এ তীর্থে আসতে পারেনি তিনি সেসকল ব্যক্তি ও কলিগদের জন্য সাধু আন্তনীর আশীর্বাদ চেয়েছেন।

বিগত ৩ বছর যাবৎ সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসবে গান পরিচালনা করার সুযোগ পেয়ে সাগর যোসেফ গমেজ আনন্দে অভিভূত। উপাসনার বড় একটি অংশ হলো সঙ্গীত। তাই তা হৃদয়গ্রাহী ও উপাসনা উপযোগী করার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা থাকে তার। এ বছর ৬০জনের একটি দল খ্রিস্টযাগের উপাসনায় অংশ নেয়। যারা দু'সপ্তাহ যাবৎ প্রস্তুতি নিয়েছে। গানের এ দলটিতে প্রায় সকলেই কিশোর-কিশোরী হলেও সুন্দর গান উপহার দিয়েছে।

রাঙ্গামাটিয়ার জয়রামবের গ্রামের সত্তর উর্ধ্ব মিসেস শেফালী জানান, তিনি নিজের বাড়িতেও একটি আশ্চর্য সাধু আন্তনীর প্রতিমূতি রেখেছেন যা শতবর্ষ পূর্বের পূর্ব পুরুষদের রেখে যাওয়া প্রতিমূর্তি। বাড়িতে এবং এই তীর্থস্থানে উভয়স্থানেই তিনি সাধু আন্তনীর প্রতি শ্রদ্ধা জানান নিয়মিতভাবে।

নাগরী ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ও সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসবের আহ্বায়ক ফাদার জয়ন্ত এস গমেজ বলেন, সাধু আন্তনীর পর্ব উপলক্ষে বিদেশ থেকেও প্রবাসী বাঙালিরা পানজোরায় এসেছেন। অন্যান্য ধর্মের আন্তনী ভক্তরাও এসেছেন আন্তনীর মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদ নিতে। চট্টগ্রাম থেকে একজন মুসলিম আন্তনী ভক্ত বিগত আট বছর ধরে নিজ খরচে একটি বাস ভাড়া করে চট্টগ্রাম থেকে খ্রিস্টভক্তদের সাধু আন্তনীর তীর্থে নিয়ে আসেন। তিনি মহান সাধু আন্তনীর মধ্যস্ততায় মানত করেন এবং তার মানত পূরণ হয়। এরপর থেকে তিনি হয়ে যান সাধু আন্তনীর একনিষ্ঠ ভক্ত।

বিগত নয়দিনে নভেনায় গড়ে পাঁচ হাজার আন্তনী ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। প্রতিদিন দেড়শ খ্রিস্টভক্ত পাপস্বীকার করেছেন নভেনা চলাকালীন সময়। নভেনা ও পর্ব উপলক্ষে এক লক্ষ ২০ হাজার খ্রিস্টপ্রসাদ বিতরণ করা হয়েছে। পাদুয়ার সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসবের সময় মানুষ বিভিন্ন মানত করা ছাড়াও দেশে ও জাতির কল্যাণে প্রার্থনা করে থাকেন।

তীর্থোৎসবে স্থানীয় এমপি মেহের আফরোজ চুমকি সবাইকে শুভেচ্ছা জানান। কালীগঞ্জ উপজেলা প্রশাসনও গুরুত্ব সহকারে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেন। পাশাপাশি তুমিলিয়া ও নাগরী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণও পর্বীয় সকল ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেন। এবার প্রায় ২০০ জন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নিয়োজিত ছিলেন পর্বের নানাদিক শান্তি শৃংখলায় সহযোগিতার জন্যে। এছাড়াও নাগরী ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন উপ-কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তীর্থোৎসবকে সুন্দর করতে নিরলস শ্রম দিয়েছেন।

এবারে বেদীর তিনদিকেই খ্রিস্টভক্তগণ শৃংঙ্খলা ও পবিত্রভাব বজায় রেখে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে খ্রিস্টযাগ শুনেছেন। মিডিয়া ছিল নিয়ন্ত্রিত এবং নির্দিষ্ট স্থান না রাখায় খ্রিস্টযাগ চলাকালীন মিডিয়া তেমন পরিলক্ষিত হয়নি। পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ বিতরণ ছিল অনেকটাই শৃঙ্খলাবদ্ধ ও কম সময় সাপেক্ষ। এবারে এক নম্বর গেট দিয়ে প্রবেশে পুকুরপাড়ের মাটি ভরাট করায় চলাচলে ভালো হয়েছে। দূর-দূরান্ত থেকে আগত খ্রিস্টভক্তদের জন্যে স্থানীয় খ্রিস্টভক্তগণ স্বপ্রনোদিত হয়ে বিনামূল্যে খাবার বিতরণ করেন যা অনুকরণীয়। গানের দলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা অত্যন্ত প্রাঞ্জল সুরে গান পরিবেশন করেছেন যা পবিত্র খ্রিস্টযাগকে আরও পবিত্র করে তুলেছে। তবে, পিছন দিকের অনেক খ্রিস্টভক্ত জানিয়েছেন সাউণ্ড সিস্টেম আরও জোরালো ও ভালো মানের হওয়া প্রয়োজন। খ্রিস্টযাগের মূল বেদীর ওপর অনেকাংশে টিনের ছাদ থাকায় পিছন থেকে আলোর স্বল্পতা পরিলক্ষিত হয়। যা দূর হতে পবিত্র খ্রিস্টযাগ প্রদানকারীদের বুঝতে অসুবিধা হয়। টিনের ছাউনির ভেতর পুরোটাতেই আরও আলো বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বলে অনেকে মনে করেন। তীর্থভূমির উত্তর পাশে একটু ঢালু হওয়াতে খ্রিস্টভক্তদের দুই ঘন্টার অধিক সময় বসে খ্রিস্টযাগ শুনতে কিছুটা কষ্ট হয়েছে। খ্রিস্টযাগের পরে বের হওয়ার পথে আশীর্বাদিত বিস্কুট বিতরণে ফলপ্রসূ পন্থা বের করতে হবে। তবে সবকিছু মিলিয়ে তীর্থোৎসব ছিল ভক্তিপূর্ণ ও শান্তিময়।

হারানো জিনিস ফিরে পেতে, চাকরির প্রার্থনা, নিঃসন্তান দম্পতির সন্তান চেয়ে প্রার্থনা, অসুস্থতায় নিরাময়, পরিবারে শান্তি, পরীক্ষায় ভাল ফলাফল, বিদেশ গমনসহ আরো অনেক প্রার্থনা ভক্তরা তীর্থোৎসবের সময় সাধু আন্তনীর মধ্যস্ততায় নিবেদন করেন। সাধু আন্তনীর তীর্থকে ঘিরে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সব ধর্মের ও কাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট মণ্ডলীর মধ্যে যে মিলন লক্ষ্য করা গিয়েছে তা অব্যাহত রাখতে সকলেই আসুন সাধু আন্তনীর সহায়তা যাচ্না করি।

- প্রতিবেদন সহযোগিতায় : সুমন কোড়াইয়া, ডিসি নিউজ

সিবিসিবি'তে যাজক-সন্ন্যাসব্রতীদের সেমিনার

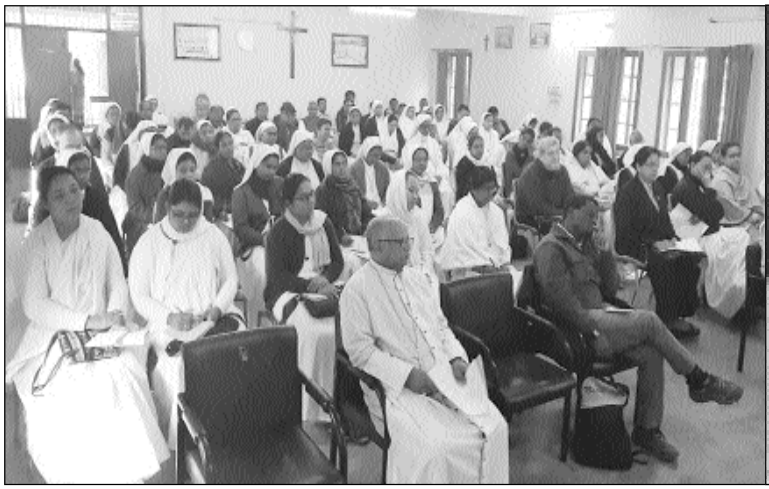

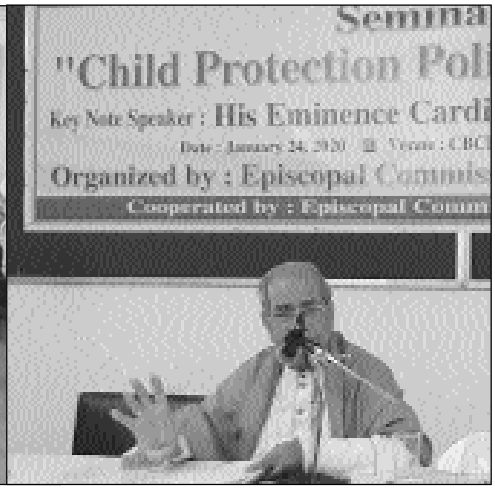

ফাদার অনল টেরেন্স ডি'কস্তা সিএসসি ▮ গত ২৪ জানুয়ারী ২০২০ খ্রিস্টাব্দে, এপিসকপাল কমিশন ফর ক্ল্যার্জি এ-রিলিজিয়াস আয়োজিত, "Child Protection Policy and Guideline" বিষয়ের ওপর সারাদিনব্যাপী সিবিসিবিতে যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীদের সেমিনার, সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখিত মূল বিষয়ের ওপর মণ্ডলীর ধারণা তুলে ধরেন কার্ডিনাল আর্চবিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি। এরপর "শিশু নির্যাতন সম্পর্কে আন্তর্জাতিক ধারণা", "শিশু সুরক্ষায় বাংলাদেশ সরকারের আইন ও বিধিবিধান" এবং শিশু সুরক্ষায় আমাদের করণীয়" তিনটি বিষয়ের ওপর প্যানেল আলোচনা করেন যথাক্রমে ম্যারিস্ট ব্রাদার ইউজিনাইও, শিশির এ্যাঞ্জেলো রোজারিও এবং ফাদার লিটন গমেজ সিএসসি। উল্লেখিত চারটি বিষয়ের ওপর মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ফাদার, ব্রাদার, সিস্টারগণ নিজেদের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন এবং সম্মিলিতভাবে শিশু সুরক্ষায় বিভিন্ন করণীয় বা পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাবনা তুলে ধরেন।

সকালে বিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি-এর উৎসর্গীকৃত খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে সেমিনারটি শুরু হয় এবং বিকালে ধন্যবাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সেমিনারটির সমাপ্তি হয়। সেমিনারে ২জন বিশপসহ সর্বমোট ৯৫জন বিশপ, ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টার মূলত যারা স্কুল, হোস্টেল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং শিশুমঙ্গল, যুব ও স্বাস্থ্য কমিশনের কাজে নিয়োজিতরা উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারটি আয়োজনে সহযোগিতা করেন এপিসকপাল কমিশন ফর জাষ্টিস এ-পিস॥

বানিয়ারচর ধর্মপল্লীতে ৪৮তম বার্ষিক আত্মিক উদ্দীপনা সভা -২০২০

এডওয়ার্ড হালদার ▮ গত ৩০ জানুয়ারী থেকে ০২ ফেব্রুয়ারী, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে, বানিয়ারচর ধর্মপল্লীতে অনুষ্ঠিত হল ৪৮তম বার্ষিক আত্মিক উদ্দীপনা সভা। ধর্মপল্লী ও স্থানীয় খ্রিস্টভক্তদের অনুদান এবং সহযোগিতায় এই আত্মিক সভা আয়োজন করা হয়েছে। সভার মুলসুর ছিল, 'শিশু-যত্ন ও মণ্ডলীর উন্নয়ন: নবীন-প্রবীণদের সংলাপ"। উদ্বোধনী প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে সভা আরম্ভ করা হয়। উদ্বোধনী বক্তব্য বানিয়ারচর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার জেরম রিংকু গোমেজ বলেন, "অনেক পিতা-মাতা তাদের সন্তানদেরকে সৎ পথে চলতে উপদেশ দেন কিন্তু নিজেরাই তাদের সন্তানদের সামনে অসৎ পথের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। পিতা-মাতাকে সম্মান করার কথা বলেন; কিন্তু নিজেই বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে সহ্য করতে না পেরে বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে আসেন।"

চার দিনব্যাপী আত্মিক উদ্দীপনা সভায় ছিল ধ্যান, প্রার্থনা, সাক্রামেন্তীয় আরাধনা, ভক্তজনগণের সভা, মানত দান এবং সহভাগিতা। পবিত্র আরাধনার পাশাপাশি নিরাময় তেল অনুষ্ঠানও ছিল। এছাড়াও ছিল পালা গান, পটগান এবং নাট্যানুষ্ঠান।

বিভিন্ন বিষয়ে তথা যোয়াকিম বালা- ‘পারিবারিক জীবনে পবিত্র বাইবেলের গুরুত্ব ও ব্যবহার,’ ডঃ ফাদার তপন ডি’ রোজারিও-‘মাণ্ডলিক ও পারিবারিক জীবনের খ্রিস্টযাগের গুরুত্ব এবং বর্তমান প্রজন্ম গঠনে আমাদের দায়িত্ব;’’ ফাদার অনল টেরেন্স সিএসসি; ‘মণ্ডলীতে যুব আধ্যাত্মিকতা ও খ্রিস্টীয় নেতৃত্ব’। ফাদার বাবুল সরকার; ‘শিশুদের গঠনে প্রবীণদের জীবন সাক্ষ্যদান,’ বিশপ লরেন্স- “শিশু-যত্ন ও মণ্ডলীর উন্নয়ন: নবীন-প্রবীণদের সংলাপ” ইত্যাদি সহভাগিতা করেন। তিনি তার পালকীয় পত্র ও পোপ মহোদয়ের বাণীর উপর সহভাগিতা করেন। শেষ দিন খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন বিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি। একই সাথে নিবেদিত জীবনের পর্ব পালন করা হয়। এগারো জন সিস্টার, তিনজন ফাদার খ্রিস্টযাগ শেষে পবিত্র সাক্রামেন্তের শোভাযাত্রা করা হয়। আত্মিক উদ্দীপনা সভায় বানিয়ারচর ধর্মপল্লীর বিভিন্ন গ্রাম থেকে ৯০০জন খ্রিস্টভক্তরা উপস্থিত ছিল॥

সেন্ট পল স্কুলের সংবাদ

ফাদার সমীর ফ্রান্সিস রোজারিও : গত ২৬ জানুয়ারী ২০২০ খ্রিস্টাব্দ রোজ রবিবার সেন্ট খ্রীষ্টীনা ধর্মপল্লীর সেন্ট্ পল স্কুলে ‘St. Paul’s Day’ উদ্‌যাপন করা হয়। সকাল ৮:৩০ মিনিটে পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সঙ্গীত এবং শপথ বাক্য পাঠের মধ্য দিয়ে দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর প্রিন্সিপাল ফাদার ডেভিড শ্যামল গমেজ সাধু পলের জীবনী সমন্ধে সহভাগিতা করেন। এরপর ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ফটো সেশন। সবশেষে সবার মাঝে টিফিন বিতরণের মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। এতে ৪০০ এর বেশি ছাত্র-ছাত্রী এবং ১জন ফাদার ও ১৮জন শিক্ষক-শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়াও গত ২৮ জানুয়ারী, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে স্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৮:৩০ মিনিটে বাংলাদেশ খ্রিস্টান ছাত্রাবাসের মাঠে পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. ইসিডোর গমেজ। এরপর জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় এবং শপথ বাক্য পাঠ করা হয়। এরপর যথাক্রমে বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি ড. ইসিদোর গমেজ এবং প্রধান শিক্ষিকা সিস্টার আসন্তা হাঁসদা। বক্তব্য শেষে ফাদার ডেভিড বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। উদ্বোধনের পর ছাত্র-ছাত্রীরা মশাল দৌড় ও ডিসপ্লে তে অংশগ্রহণ করে। এরপর ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও শিক্ষিকাদের নৃত্য প্রদর্শন, এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সবশেষে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষিকা এবং অতিথিদেরকে পুরষ্কার ও উপহার প্রদান করা হয়॥

মট্‌স পরিবার দিবস ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

মট্‌স ডেস্ক ▮ গত ৩১ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে মিরপুর মট্‌স ক্যাম্পাসে “মট্‌স পরিবার দিবস” উদ্‌যাপন করা হয়। উক্ত অনষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ‘সাপ্তাহিক প্রতিবেশী’র সম্পাদক, ফাদার আগস্টিন বুলবুল রিবেরু। উক্ত দিবসের মূলসুর ‘‘পরিবারঃ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম’’ বিষয়ে তিনি বলেন, আদর্শ পরিবারই একটি উন্নত সমাজ গঠন করতে পারে। আমরা কাঁটা গাছ থেকে যেমন আঙ্গুর ফল আশা করতে পারি না ঠিক তেমনি সন্তানদের মধ্যে মূল্যবোধের শিক্ষাদান ছাড়া আগামী প্রজন্মের নিকট থেকে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রত্যাশা করা যায় না। এ ক্ষেত্রে ধর্মীয় শিক্ষারও একটি বড় ভূমিকা আছে। পরিবার যে ধর্মই পালন করুক না কেন ধর্মীয় শিক্ষাদানের মাধ্যমেই

শৈশব থেকে মানবিক মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। তিনি আরো বলেন, পরিবারের মূল উদ্দেশ্য হলো সুখী হওয়া। আর পরিবারের এই পারিবারিক সুখ অর্পিত না হয়ে যেন অর্জিত হয়, সে চেষ্টায় আমাদের উদ্যোগী হতে হবে। অপরের সাথে সহভাগিতার মাধ্যমে আমাদের তাৎপর্যপূর্ণ সুখের গভীরতা মানবিক সম্পদরূপে হস্তান্তরিত হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে। পরিশেষে, তিনি আমাদের দেশের মডেল পরিবার হিসেবে আগামী বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মূল্যবোধগুলো চর্চা এবং প্রার্থনার আহ্বান জানান।

প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানের পর শিশু, কিশোর এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের অংশগ্রহণে মট্স এর খেলার মাঠে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নভোজের পর মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। লটারী ড্র শেষে মট্স পরিবার দিবস উদ্‌যাপন কমিটির আহ্বায়ক এএইচএবি সিদ্দিক ও মট্স পরিচালক ডমিনিক দিলু পিরিছ সকলকে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানান। প্রথমার্ধের অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন নোয়েল গোনছালবেছ এবং শেষ পর্বে ছিলেন ডগলাস রোজারিও এবং মিজ নুরজাহান। এরপর মট্স পরিচালকের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে বিকাল ৫টায় উক্ত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়॥

ঢাকা ক্রেডিটের পরিচালনা পর্ষদের শপথগ্রহণ

রাফায়েল পালমা ▮ গত ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হল ঢাকা ক্রেডিট পরিচালনা কমিটির নবনির্বাচিত সদস্যদের আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। প্রধান অতিথি ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও শপথবাক্য পাঠ করান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমবায় অধিদপ্তরের যুগ্ম-নিবন্ধক জনাব মো. লুৎফর রহমান, উপনিবন্ধক (প্রশাসন) নূর-ই-জান্নাত, নির্মল রোজারিওসহ সমবায় অঙ্গনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন পংকজ গিলবার্ট কস্তা, ভাইস-প্রেসিডেন্ট আলবার্ট আশিস বিশ্বাস, সেক্রেটারি ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া ও ট্রেজারার হিসেবে পিটার রতন কোড়াইয়া নির্বাচিত হন। এ ছাড়াও পরিচালনা পরিষদে আটজন পরিচালক, ক্রেডিট কমিটির পাঁচজন ও সুপারভাইজরি কমিটিতে পাঁচজনসহ মোট ২২ জন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করে॥

সালেসিয়ান মিশনারিজ অব মেরী ইম্মাকূলেট সিস্টারদের পক্ষ থেকে বিশেষ আমন্ত্রণ

"সালেসিয়ান সিস্টারস" সংঘটি একটি আন্তর্জাতিক মিশনারী সন্ন্যাসব্রতী সংঘ।

জন্ম : ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ ১৫ অক্টোবর, ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিশ শহরে।

প্রতিষ্ঠাতা : ফাদার হেন্‌রী সঁমো।

সহ প্রতিষ্ঠাত্রী : মাদার মারী গেট্রুড।

কর্মক্ষেত্র : বিশ্বের ২১ টি দেশে প্রায় ১৪২৫ জন সিস্টার কর্মরত আছেন। বাংলাদেশে ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও দিনাজপুর, এই ৬ টি ধর্মপ্রদেশে সিস্টারগণ নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

প্রিয় বোনেরা,

তোমরা যারা প্রভুর ডাক শুনতে পাও ও তাঁর সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করতে চাও তোমাদের জন্য একটি বিশেষ আমন্ত্রণ। ভালবাসাময় ঐশ আহ্বানে সাড়াদানে তোমাদের সহযোগিতা করতে আমরা সালেসিয়ান মিশনারিজ অব মেরী ইম্মাকূলেট সিস্টারগণ আগামী ১৬ এপ্রিল হতে ১৯ এপ্রিল ২০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত **"এসো দেখে যাও"** কর্মসূচী গ্রহন করতে যাচ্ছি। এই কর্মসূচীতে যোগদান করার জন্য আগ্রহী এসএসসি ও তদূর্ধ্বে পড়াশুনারত সকল ছাত্রীদের নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য আহ্বান করছি।

আগমন: ১৬ এপ্রিল ২০২০
(হলি ফ্যামিলি কনভেন্ট, ময়মনসিংহ)
প্রস্থান : ১৯ এপ্রিল ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
রেজিস্ট্রেশন ফি : ৩০০ টাকা মাত্র।

যোগাযোগ ঠিকানা

সিস্টার তৃপ্তি দ্রং এসএসএমআই
মোবাইল নম্বর : ০১৭৬২২২৭১২২
সিস্টার সান্ত্বনা নংমিন এসএসএমআই
মোবাইল নম্বর : ০১৭৭৭৫২৭২০৬
হলি ফ্যামিলি কনভেন্ট, ভাটিকাশর, ময়মনসিংহ

সিস্টার মঞ্জু জেংচাম এসএসএমআই
মোবাইল নম্বর: ০১৯৪১২৭১৩৭৮
সিস্টার গ্লোরিয়া কোড়াইয়া এসএসএমআই
মোবাইল নম্বর: ০১৯৬৯৫৭২১৯৯
সালেসিয়ান সিস্টারস হাউস
১০৫/ ১ এ মনিপুরীপাড়া, ঢাকা

বিপ/৪৫/২০

বিশেষ সম্মাননা

আমার ছোট দিদি **রেভা: সিস্টার মেরী অমিয়া গমেজ এসএমআরএ** গত ১৪ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দে সাহিত্যে অবদান রাখার জন্য **বাংলাদেশ খ্রিস্টান লেখক ফোরাম থেকে বিশেষ সম্মাননা লাভ করেন।** তিনি তুইতাল ধর্মপল্লীর পুরান তুইতাল গ্রামের জন গমেজ ও মার্থা গমেজের ৬ষ্ঠ সন্তান। এ সম্মাননা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ লেখক ফোরামকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

উল্লেখ্য যে, সিস্টার মেরী অমিয়া গমেজ এসএমআরএ ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় প্রকাশিত ছোট গল্পের জন্য গাঙ্গুলী সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন। সাহিত্যে এ বিশেষ অবদান রাখার জন্য আমরা গর্বিত।

আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে প্রিয় দিদি সিস্টার মেরী অমিয়া গমেজ এসএমআরএ-কে এ কৃতিত্ব ও সাফল্য অর্জনের জন্য শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই এবং আগামী দিনগুলোর জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ কামনা করি।

পরিবারের পক্ষে –
ছোট ভাই
যোসেফ নির্মল গমেজ
পুরান তুইতাল, জন পোদ্দার বাড়ী।

বিপ্র/৪২/২০

ভালোবাসা – শ্রদ্ধায় – স্মরণ ১ম বর্ষ

প্রয়াত ইমেল্ডা গমেজ

জন্ম : ৩০ এপ্রিল ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
মঠবাড়ী ধর্মপল্লী

মা, ক্যালেন্ডারের হিসেবে একটি বছর হলো তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছ পরম পিতার আশ্রয়ে। কিন্তু ক্ষণের হিসেবে এ যেন অন্ত হীন ক্ষণ। প্রতিটি মুহূর্তে তোমার না থাকা আমাদের সবাইকে পিষ্ট করে কষ্টের যাতাকলে। তুমিহীন আমাদের সর্বদা কোলাহল, আনন্দে মুখরিত বাড়িটি যেন আজ শুনসান নিরবতায় স্তব্ধ এক কুঠির। আমাদের নতুন বাড়িতে আসার জন্যে তোমার কেন যে সেই ব্যাকুলতা ছিল তা আজ বুঝতে পারি। মাত্র কয়েকটা মাস তুমি মহা আনন্দে কাটিয়েছো তোমার নতুন কুঠিরে। আর এখন চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে আছো তোমার বাড়ি ছেড়ে!। তুমিহীন আমরা আট ছেলেমেয়ে এখন অনেকটাই দীশাহীন। তোমার আদর্শ, শিক্ষা আমাদের আগামী দিনের পথ চলতে প্রেরণা। তোমার আদরের নিলাদ্রী বুড়ি ও নাতী নাতনীরাও তোমাকে খোঁজে ফিরে সর্বক্ষণ। আর তুমিহীন বাবা হালভাঙ্গা নাবিকের মতো খোঁজে ফিরে তোমায়। প্রার্থনা করি তুমি পরম পিতার আশ্রয়ে ভালো থাকো। আর আমাদের আশীর্বাদ করো যেন তোমার নীতি আদর্শ ধারণ করে থাকতে পারি।

তোমার ভালবাসার – প্রিয়জন ও সন্তানেরা
শীলা-প্রয়াত গোলাপ, শ্যামল-আসন্তা, শ্যালন-দিপক, স্বপ্না-প্রয়াত ডেভিড, শিপ্রা-বাবলু, স্মৃতি-সঞ্জীব, সুব্রত-রীমা ও শিরিন তুষার
স্বামী : আলফ্রেড রোজারিও

স্মরণে তোমায়

প্রয়াত ডেভিড যোসেফ রোজারিও
জন্ম : ৩০ জুলাই, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ
বাঁশবাড়ি, মঠবাড়ী ধর্মপল্লী

প্রিয় বাপি,

অনেকদিন হয় তোমাকে দেখিনা। ষোলটা বছর কিভাবে কেটে গেলো বলতো। দিনবদলের সাথে সাথে পরিবর্তন হয়েছে সবকিছুই কিন্তু তোমাকে হারোনোর কষ্টটা আজও একই রকম। ছোট্ট সিনড্রেলা কত বড় হয়ে গেছে জানো বাপি। সৌমিততো দিন দিন অবিকল তোমারই মত দেখতে হচ্ছে। তুমি চলে যাওয়ার পর থেকে মা একা হাতে আমাদের আগলে রেখেছে পরম মমতায়, বটগাছের মত দিয়ে যাচ্ছে ছায়া। বড্ড অসময়ে, বিনা নোটিশে চলে গেলে তুমি বাপি। তুমি ছাড়া পারিবারিক কোন অনুষ্ঠান যে আর আগের মত পরিপূর্ণতা পায়না। ভীষণ কষ্ট হয় জানো বাপি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারির কথা মনে পড়লে। ভীড় সরিয়ে যখন আমাদের দখতে হল তোমার মৃতদেহ।

বাপি, দূর থেকেই আমাদের পাশে থেকো আর আশির্বাদ কর যেন মানুষের মত মানুষ হতে পারি। তোমার দেখানো আলোই যেন হয় আমাদের পথ চলার হাতিয়ার।

BOOK POST

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!

প্রতিবেশী প্রকাশনী'র নতুন বছরের বই সম্ভার

প্রতিবেশী প্রকাশনী প্রকাশনার জগতে এবারে পরপর গুরুত্বপূর্ণ সমসাময়িক বেশ কতগুলো বই প্রকাশ করেছে।
আরও কয়েকজন বিশিষ্ট লেখকের বই প্রকাশের অপেক্ষায়।
প্রতিবেশী প্রকাশনী বই প্রকাশে এক উজ্জ্বল সময়
অতিবাহিত করছে যা বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর
জন্যে শুভ বারতা বহন করে।

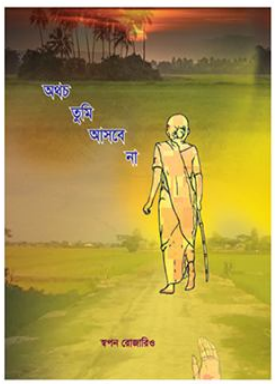

আজই আপনার কপি সংগ্রহ করুন।

বইগুলোর প্রাপ্তিস্থান

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ
মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
তেজগাঁও, ঢাকা

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: www.wklypratibeshi.org